চতুর্থ অধ্যায়

ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রজাপতি দক্ষের হংসগুহ্য প্রার্থনা

পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে জীবসৃষ্টির কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করার জন্য প্রার্থনা করলেন, তখন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছিলেন যে, প্রাচীনবর্হির দশ পুত্র প্রচেতারা যখন তপস্যা করার জন্য সমুদ্রে প্রবেশ করেছিলেন, তখন রাজার অনুপস্থিতিতে পৃথিবী উপেক্ষিতা হয়েছিল। সেই সময় স্বাভাবিকভাবেই বহু তৃণ-গুল্ম ও আগাছা উৎপন্ন হয়েছিল এবং তার ফলে শস্য হয়নি। সমগ্র ভূপৃষ্ঠ তখন অরণ্যে পরিণত হয়েছিল। দশজন প্রচেতা যখন সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসে সমগ্র পৃথিবীকে সম্পূর্ণভাবে বৃক্ষসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত দেখেছিলেন, তখন তাঁরা বৃক্ষদের উপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন এবং সেই পরিস্থিতি সংশোধন করার জন্য তাদের ধ্বংস করতে মনস্থ করেছিলেন। তাই প্রচেতারা সেই বৃক্ষগুলিকে ভস্মীভূত করার জন্য বায়ু এবং অগ্নি সৃষ্টি করেছিলেন। চন্দ্রের অধিপতি ও বনস্পতিদের রাজা সোম অবশ্য তখন প্রচেতাদের বৃক্ষরাজি ধ্বংস করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি তাঁদের বুঝিয়েছিলেন যে, সমস্ত জীবের ভক্ষ্য ফল-ফুলের উৎস হচ্ছে বৃক্ষ। প্রচেতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য সোম তখন প্রম্লোচা নামক অপ্সরা থেকে উৎপন্ন সুন্দরী এক কন্যা তাঁদের প্রদান করেছিলেন। প্রচেতাদের ঔরসে সেই কন্যা থেকে দক্ষের জন্ম হয়েছিল।

দক্ষ প্রথমে দেবতা, দৈত্য এবং মানুষদের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, যথাযথভাবে প্রজাবৃদ্ধি হচ্ছে না, তখন তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে বিন্ধ্য পর্বতে গমন করেন এবং সেখানে কঠোর তপস্যায় রত হয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে হংসগুহ্য নামক প্রার্থনা নিবেদন করেন। তার ফলে শ্রীবিষ্ণু তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। সেই স্তবের বিষয়বস্তু ছিল—

"পরমেশ্বর ভগবান অর্থাৎ পরমাত্মা বা শ্রীহরি হচ্ছেন জীব এবং জড়া প্রকৃতি উভয়েরই নিয়ন্তা। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বয়ংপ্রকাশ। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি যেমন

ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির কারণ নয়, তেমনই, জীবাত্মা এই দেহের অভ্যন্তরে বিরাজমান হলেও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টির কারণ তার প্রিয় সখা পরমাত্মার কারণ নয়। জীবের অজ্ঞানের ফলে তার ইন্দ্রিয়গুলি জড় বিষয়ে মগ্ন থাকে। জীবাত্মা চেতন বলে কিছু পরিমাণে এই জড় জগতের সৃষ্টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, কিন্তু সে দেহ, মন এবং বুদ্ধির ধারণার অতীত পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বদা ধ্যানমগ্ন মহর্ষিরা তাঁদের হৃদয়ে ভগবানের সবিশেষ রূপ দর্শন করতে পারেন।

"সাধারণ জীব যেহেতু জড়ের দ্বারা কলুষিত, তাই তার বাণী এবং বুদ্ধিও জড়। তাই সে তার জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবান সম্বন্ধে যে ধারণা, তা ভ্রান্ত, কারণ ভগবান জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত, কিন্তু জীব যখন তার ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করে, তখন নিত্য পরমেশ্বর ভগবান চিন্ময় স্তরে নিজেকে প্রকাশিত করেন। যখন পরমেশ্বর ভগবান কারও জীবনের উদ্দেশ্য হন, তখন তার দিব্য জ্ঞান লাভ হয়েছে বলা হয়।

"পরমব্রহ্ম সর্বকারণের পরম কারণ, কেননা সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন। তিনি জড় এবং চেতন উভয়েরই আদি কারণ এবং তাঁর অস্তিত্ব সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র। কিন্তু, ভগবানের অবিদ্যা নামে একটি শক্তি রয়েছে, যার প্রভাবে কুতার্কিকেরা নিজেদের সর্বতোভাবে পূর্ণ বলে মনে করে এবং যা বদ্ধ জীবদের মোহ উৎপন্ন করে। সেই পরমব্রহ্ম বা পরমাত্মা তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ। তাদের উপর করুণা বিতরণ করার জন্য তিনি তাদের কাছে তাঁর নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা প্রকট করেন, যাতে তারা এই জড় জগতে তাঁর আরাধনায় যুক্ত হতে পারে।

"কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, যারা জড় বিষয়ে মগ্ন, তারাই বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে। বায়ু যেমন পদ্মফুলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সেই ফুলের গন্ধ বহন করে, অথবা বায়ু যেমন কখনও ধূলিরাশি বহন করার ফলে সেই রঙ ধারণ করে, তেমনই মূর্খ উপাসকদের বাসনা অনুসারে ভগবান বিভিন্ন দেবতারূপে প্রকাশিত হন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি পরম সত্য ভগবান শ্রীবিষ্ণু। তাঁর ভক্তদের বাসনা পূর্ণ করার জন্য তিনি বিভিন্ন অবতাররূপে অবতীর্ণ হন, এবং তাই দেব-দেবীদের পূজা করার কোন প্রয়োজন নেই।"

দক্ষের প্রার্থনায় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, ভগবান বিষ্ণু তাঁর অষ্টভুজরূপে দক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হন। তাঁর পরণে ছিল পীত বসন এবং তাঁর অঙ্গকান্তি নবঘনশ্যাম। দক্ষ প্রবৃত্তিমার্গ অনুসরণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী জেনে, তিনি যাতে মায়াশক্তিকে উপভোগ করতে পারেন, সেই জন্য ভগবান তাঁকে শক্তি প্রদান

করলেন। ভগবান দক্ষকে তাঁর সঙ্গে রতিসুখ উপভোগের উপযুক্ত অসিক্নী নাম্নী পঞ্চজন প্রজাপতির কন্যাকে দান করলেন। রতিক্রিয়ায় অত্যন্ত দক্ষ বলে দক্ষ তাঁর সেই নাম প্রাপ্ত হন। তাঁকে এই বর প্রদান করে ভগবান শ্রীবিষ্ণু অন্তর্হিত হলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীরাজোবাচ

দেবাসুরনৃণাং সর্গো নাগানাং মৃগপক্ষিণাম্ ।
সামাসিকস্ত্বয়া প্রোক্তো যস্তু স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥ ১ ॥
তস্যৈব ব্যাসমিচ্ছামি জ্ঞাতুং তে ভগবন্ যথা ।
অনুসর্গং যয়া শক্ত্যা সসর্জ ভগবান্ পরঃ ॥ ২ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—রাজা বললেন; **দেব-অসুর-নৃণাম্**—দেবতা, অসুর এবং মানুষদের; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **নাগানাম্**—নাগদের; **মৃগ-পক্ষিণাম্**—পশু এবং পক্ষীদের; **সামাসিকঃ**—সংক্ষেপে; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **প্রোক্তঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **যঃ**—যা; **তু**—কিন্তু; **স্বায়ম্ভুবে**—স্বায়ম্ভুব মনুর; **অন্তরে**—সময়ে; **তস্য**—তার; **এব**—বস্তুত; **ব্যাসম্**—বিস্তৃত বিবরণ; **ইচ্ছামি**—ইচ্ছা করি; **জ্ঞাতুম্**—জানতে; **তে**—আপনার থেকে; **ভগবন্**—হে প্রভু; **যথা**—এবং; **অনুসর্গম্**—পরবর্তী সৃষ্টি; **যয়া**—যার দ্বারা; **শক্ত্যা**—শক্তি; **সসর্জ**—সৃষ্টি হয়েছে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরঃ**—দিব্য।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে বললেন—হে ভগবন, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবতা, অসুর, নর, নাগ, পশু ও পক্ষীদের সৃষ্টির বৃত্তান্ত আপনি (তৃতীয় স্কন্ধে) সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এখন আমি তা সবিস্তারে জানতে ইচ্ছা করি। পরমেশ্বর ভগবান যে শক্তির দ্বারা পরবর্তী সৃষ্টি সম্পাদন করেছিলেন, সেই সম্বন্ধেও আমি জানতে চাই।

শ্লোক ৩

শ্রীসূত উবাচ

ইতি সম্প্রশ্নমাকর্ণ্য রাজর্ষের্বাদরায়ণিঃ ।
প্রতিনন্দ্য মহাযোগী জগাদ মুনিসত্তমাঃ ॥ ৩ ॥

শ্রী-সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **সম্প্রশ্নম্**—প্রশ্ন; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **রাজর্ষেঃ**—মহারাজ পরীক্ষিতের; **বাদরায়ণিঃ**—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী; **প্রতিনন্দ্য**—প্রশংসা করে; **মহা-যোগী**—মহান যোগী; **জগাদ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **মুনি-সত্তমাঃ**—শ্রেষ্ঠ মুনিগণ।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—(নৈমিষারণ্যে সমবেত) হে মহর্ষিগণ, মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনে, মহাযোগী শুকদেব গোস্বামী তাঁর প্রশংসা করে এইভাবে উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

শ্রীশুক উবাচ

যদা প্রচেতসঃ পুত্রা দশ প্রাচীনবর্হিষঃ ।
অন্তঃসমুদ্রাদুন্মগ্না দদৃশুর্গাং দ্রুমৈর্বৃতাম্ ॥ ৪ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **যদা**—যখন; **প্রচেতসঃ**—প্রচেতাগণ; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **দশ**—দশজন; **প্রাচীনবর্হিষঃ**—মহারাজ প্রাচীনবর্হি; **অন্তঃ-সমুদ্রাৎ**—সমুদ্রের মধ্য থেকে; **উন্মগ্নাঃ**—বের হলেন; **দদৃশুঃ**—তাঁরা দেখেছিলেন; **গাম্**—সারা পৃথিবী; **দ্রুমৈঃ বৃতাম্**—গাছের দ্বারা আচ্ছাদিত।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—প্রাচীনবর্হির দশজন পুত্র তপস্যা সমাপন করে যখন সমুদ্রের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁরা দেখলেন যে, সারা পৃথিবী বৃক্ষের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে গেছে।

তাৎপর্য

মহারাজ প্রাচীনবর্হি যখন বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন যাতে পশুবলির বিধান দেওয়া হয়েছে, তখন নারদ মুনি তাঁর প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তাঁকে তা বন্ধ করার উপদেশ দেন। নারদ মুনির সেই উপদেশ প্রাচীনবর্হি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং তাই তপস্যা করার জন্য প্রাচীনবর্হি তাঁর রাজ্য ত্যাগ করে বনে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দশ পুত্র তখনও সমুদ্রের মধ্যে তপস্যা

করছিলেন, তাই পৃথিবীর শাসনভার পরিচালনা করার জন্য কোন রাজা ছিল না। প্রচেতারা যখন সমুদ্রের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁরা দেখেছিলেন যে, সারা পৃথিবী বৃক্ষের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে গেছে।

সরকার যখন কৃষিকার্যে অবহেলা করে, যা শস্য উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক, তখন ভূমি অনাবশ্যক বৃক্ষের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। অনেক বৃক্ষের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কারণ তা থেকে ফল-ফুল উৎপন্ন হয়, কিন্তু অন্য অনেক বৃক্ষ অনাবশ্যক। সেই সমস্ত বৃক্ষের কাঠ ইন্ধনরূপে ব্যবহার করা যায়, এবং সেগুলি কেটে জমি পরিষ্কার করে তাতে কৃষিকার্য করা যায়। সরকার যখন অবহেলা করে, তখন কম শস্য উৎপন্ন হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৪) বলা হয়েছে, *কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্*—বৈশ্যদের বৃত্তি অনুসারে কর্তব্য হচ্ছে কৃষিকার্য করা এবং গোরক্ষা করা। সরকার এবং ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য সমাজের এই তৃতীয় বর্ণ বৈশ্যেরা, যারা ব্রাহ্মণ নয় এবং ক্ষত্রিয়ও নয়, তারা যেন যথাযথভাবে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে তা দেখা। ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য মানব-সমাজকে রক্ষা করা, আর বৈশ্যদের কর্তব্য প্রয়োজনীয় পশুদের, বিশেষ করে গাভীদের রক্ষা করা।

শ্লোক ৫

দ্রুমেভ্যঃ ক্রুধ্যমানাস্তে তপোদীপিতমন্যবঃ ।
মুখতো বায়ুমগ্নিং চ সসৃজুস্তদ্দিধক্ষয়া ॥ ৫ ॥

দ্রুমেভ্যঃ—বৃক্ষদের প্রতি; **ক্রুধ্যমানাঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **তে**—তাঁরা (প্রাচীনবর্হির দশ পুত্র); **তপঃ-দীপিত-মন্যবঃ**—দীর্ঘকাল তপস্যার ফলে যাঁদের ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়েছিল; **মুখতঃ**—তাঁদের মুখ থেকে; **বায়ুম্**—বায়ু; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **চ**—এবং; **সসৃজুঃ**—তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন; **তৎ**—সেই অরণ্য; **দিধক্ষয়া**—দগ্ধ করার বাসনায়।

অনুবাদ

সমুদ্রের মধ্যে দীর্ঘকাল তপস্যা করার ফলে, বৃক্ষসমূহের প্রতি প্রচেতাদের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়েছিল এবং তাঁরা সেই বৃক্ষসমূহ দগ্ধ করার বাসনায় তাঁদের মুখ থেকে বায়ু ও অগ্নি সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *তপোদীপিতমন্যবঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, কঠোর তপস্যা করার ফলে মানুষের ক্রোধ বর্ধিত হয় এবং তাঁরা যোগশক্তি প্রাপ্ত হন। যেমন প্রচেতাদের

ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁরা তাঁদের মুখ থেকে আগুন এবং বায়ু সৃষ্টি করেছিলেন। ভক্তেরা যদিও কঠোর তপস্যা করেন, কিন্তু তাঁরা *বিমন্যবঃ, সাধবঃ*, অর্থাৎ তাঁরা কখনও ক্রুদ্ধ হন না। তাঁরা সর্বদাই সদ্‌গুণে বিভূষিত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৫/২১) উল্লেখ করা হয়েছে—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্ ।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥

সাধু বা ভক্ত কখনও ক্রুদ্ধ হন না। প্রকৃতপক্ষে তপস্যা পরায়ণ ভক্তের বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে ক্ষমা। বৈষ্ণব যদিও তপস্যা করার ফলে যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন, তবুও তিনি অসুবিধার সম্মুখীন হলেও ক্রুদ্ধ হন না। কিন্তু অবৈষ্ণব যদি তপস্যা করে, তা হলে তার মধ্যে সৎগুণগুলি বিকশিত হয় না। যেমন, হিরণ্যকশিপু এবং রাবণও কত তপস্যা করেছিল, কিন্তু তার ফলে তাদের আসুরিক প্রবৃত্তিগুলিই বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভগবানের মহিমা প্রচার করার সময়, বৈষ্ণবদের প্রায়ই বহু বিরুদ্ধ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, প্রচার করার সময় যেন ক্রোধ প্রকাশ না করা হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই মন্ত্রটি দিয়ে গেছেন—*তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা /অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ* ।, "তৃণের থেকেও দীনতর এবং তরুর থেকেও সহিষ্ণু হয়ে, অহংকারশূন্য হয়ে এবং অন্যদের প্রতি সর্বতোভাবে সম্মান প্রদর্শন করে নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা উচিত।" যাঁরা ভগবানের মহিমা প্রচারে রত, তাঁদের কর্তব্য এইভাবে তৃণের থেকেও দীনতর এবং তরুর থেকেও সহিষ্ণু হওয়া; তা হলে তাঁরা অনায়াসে ভগবানের মহিমা প্রচার করতে পারবেন।

শ্লোক ৬

তাভ্যাং নির্দহ্যমানাংস্তানুপলভ্য কুরূদ্বহ ।
রাজোবাচ মহান্ সোমো মন্যুং প্রশময়ন্নিব ॥ ৬ ॥

তাভ্যাম্—বায়ু এবং অগ্নির দ্বারা; **নির্দহ্যমানান্**—দগ্ধ হয়ে; **তান্**—তারা (বৃক্ষসমূহ); **উপলভ্য**—দর্শন করে; **কুরুদ্বহ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **রাজা**—বনস্পতিদের রাজা; **উবাচ**—বলেছিলেন; **মহান্**—মহান; **সোমঃ**—চন্দ্রলোকের অধিপতি সোমদেবকে; **মন্যুম্**—ক্রোধ; **প্রশময়ন্**—শান্ত করতে; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সেই অগ্নি ও বায়ুর দ্বারা বৃক্ষসমূহকে দগ্ধ হতে দেখে, বনস্পতিদের রাজা চন্দ্রদেব প্রচেতাদের ক্রোধ শান্ত করার জন্য বললেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, চন্দ্রদেব সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বৃক্ষ-লতাদের পালন করেন। চন্দ্রকিরণের ফলেই বৃক্ষ-লতা সুন্দরভাবে বর্ধিত হয়। তাই তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা যখন বলে যে, তারা চন্দ্রলোকে গিয়েছিল এবং সেখানে তারা দেখেছে যে, কোন গাছপালা নেই, তখন আমরা তাদের কথা কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *সোমো বৃক্ষাধিষ্ঠাতা স এব বৃক্ষাণাং রাজা*—চন্দ্রদেব বা সোম হচ্ছেন সমস্ত বনস্পতির রাজা। তাই আমরা কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি যে, বনস্পতির যিনি পালক, তাঁর গ্রহলোকে কোন বনস্পতি নেই?

শ্লোক ৭

ন দ্রুমেভ্যো মহাভাগা দীনেভ্যো দ্রোদ্ধুমর্হথ ।
বিবর্ধয়িষবো যূয়ং প্রজানাং পতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭ ॥

ন—না; **দ্রুমেভ্যঃ**—বৃক্ষসমূহ; **মহাভাগাঃ**—হে মহা ভাগ্যবান্; **দীনেভ্যঃ**—যারা অত্যন্ত দরিদ্র; **দ্রোদ্ধুম্**—ভস্মীভূত করতে; **অর্হথ**—উপযুক্ত হও; **বিবর্ধয়িষবঃ**—বর্ধন অভিলাষী; **যূয়ম্**—আপনারা; **প্রজানাম্**—যারা আপনাদের শরণ গ্রহণ করেছে; **পতয়ঃ**—প্রভু অথবা রক্ষক; **স্মৃতাঃ**—জ্ঞাত।

অনুবাদ

হে মহা ভাগ্যবানগণ, এই দীন বৃক্ষরাজিকে দগ্ধ করা আপনাদের উচিত নয়। আপনাদের কর্তব্য প্রজাদের সমৃদ্ধি সাধন করা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা।

তাৎপর্য

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেবল মানুষদের রক্ষা করাই রাজার কর্তব্য নয়, পশু-পাখি, বৃক্ষ-লতা আদি অন্য সমস্ত জীবদের রক্ষা করাও তাঁদের কর্তব্য। কোন প্রাণীকে অনর্থক হত্যা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৮

অহো প্রজাপতিপতির্ভগবান্ হরিরব্যয়ঃ ।
বনস্পতীনোষধীশ্চ সসর্জোর্জমিষং বিভুঃ ॥ ৮ ॥

অহো—আহা; **প্রজাপতি-পতিঃ**—সমস্ত প্রজাপতিদের পতি; **ভগবান্ হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; **অব্যয়ঃ**—অবিনাশী; **বনস্পতীন্**—বৃক্ষ-লতা; **ওষধীঃ**—ওষধি; **চ**—এবং; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছেন; **ঊর্জম্**—শক্তি প্রদায়ক; **ইষম্**—খাদ্য; **বিভুঃ**—পরমাত্মা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সমস্ত জীবদের পতি, এমন কি তিনি ব্রহ্মা আদি প্রজাপতিদেরও পতি। সেই সর্বব্যাপক এবং অব্যয় প্রভু সমস্ত জীবদের ভক্ষ্য অন্নরূপে এই সমস্ত বনস্পতি এবং ওষধি সৃষ্টি করেছেন।

তাৎপর্য

সোমদেব প্রচেতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, প্রজাপতিদের পতি ভগবান সমস্ত বনস্পতিদের সৃষ্টি করেছেন জীবের খাদ্যরূপে। প্রচেতারা যদি সেই সমস্ত বনস্পতিদের মেরে ফেলেন, তা হলে তাঁদের প্রজারাই খাদ্যাভাবে কষ্ট পাবে।

শ্লোক ৯

অন্নং চরাণামচরা হ্যপদঃ পাদচারিণাম্ ।
অহস্তা হস্তযুক্তানাং দ্বিপদাং চ চতুষ্পদঃ ॥ ৯ ॥

অন্নম্—খাদ্য; **চরাণাম্**—পক্ষীদের; **অচরাঃ**—স্থাবর (ফল এবং ফুল); **হি**—বস্তুত; **অপদঃ**—পদহীন জীব, যেমন ঘাস; **পাদচারিণাম্**—যারা পায়ে চলে, যেমন গাভী ও মহিষ; **অহস্তাঃ**—হস্তহীন প্রাণী; **হস্ত-যুক্তানাম্**—হস্তযুক্ত প্রাণীদের, যেমন বাঘ; **দ্বিপদাম্**—দ্বিপদ বিশিষ্ট মানুষদের; **চ**—এবং; **চতুষ্পদঃ**—হরিণ আদি চতুষ্পদ প্রাণী।

অনুবাদ

প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে ফল ও ফুল পতঙ্গ এবং পক্ষীদের খাদ্য; ঘাস আদি পদহীন জীবেরা গো-মহিষ আদি চতুষ্পদ প্রাণীদের খাদ্য; যে সমস্ত প্রাণী তাদের সামনের পা দুটিকে হাতের মতো ব্যবহার করতে পারে না, তারা থাবাযুক্ত ব্যাঘ্র

আদি পশুর খাদ্য; এবং হরিণ, ছাগল আদি চতুষ্পদ প্রাণী ও শস্য ইত্যাদি মানুষদের খাদ্য।

তাৎপর্য

প্রকৃতির নিয়মে অথবা ভগবানের নিয়মে এক প্রাণী অন্য প্রাণীর আহার। এখানে যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে, *দ্বিপদাং চ চতুষ্পদঃ*—চতুষ্পদ প্রাণী এবং শস্য হচ্ছে দ্বিপদ-বিশিষ্ট মানুষদের আহার। এই চতুষ্পদ প্রাণীগুলি হচ্ছে হরিণ এবং ছাগল; গাভী নয়। গাভীদের রক্ষা করা উচিত। উচ্চবর্ণের মানুষেরা, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরা সাধারণত মাংস আহার করে না। ক্ষত্রিয়েরা কখনও কখনও বনে গিয়ে হরিণ শিকার করে, কারণ তাদের হত্যা করার কৌশল শিখতে হয়, এবং কখনও কখনও তারা সেই সমস্ত প্রাণীদেরও আহার করে। শূদ্রেরাও পাঁঠা আদি পশু খায় কিন্তু গাভীদের হত্যা করে আহার করা কখনই মানুষের কর্তব্য নয়। প্রতিটি শাস্ত্রে গোহত্যা ভীষণভাবে নিষেধ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি গোহত্যা করে, তা হলে একটি গাভীর শরীরে যত লোম রয়েছে, তত বছর ধরে তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়। *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে, *প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা*—এই জড় জগতে আমাদের বহু প্রকার প্রবৃত্তি রয়েছে, কিন্তু মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে নিবৃত্ত করা। যারা মাংস আহার করতে চায়, তারা তাদের জিহ্বার তৃপ্তি সাধনের জন্য নিম্নস্তরের পশুদের আহার করতে পারে, কিন্তু কখনই গোহত্যা করা উচিত নয়, যেহেতু গাভী দুধ দেয়, তারা মানুষের মাতৃসদৃশ। শাস্ত্রে বিশেষ করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *কৃষি-গোরক্ষ্য*—বৈশ্য-সমাজের কর্তব্য হচ্ছে কৃষি এবং গোরক্ষার দ্বারা সমগ্র মানব-সমাজের খাদ্য সরবরাহ করা। গাভী হচ্ছে সব চাইতে প্রয়োজনীয় প্রাণী, কারণ গাভী মানব-সমাজকে দুধ সরবরাহ করে।

শ্লোক ১০

যূয়ং চ পিত্রাম্বাদিষ্টা দেবদেবেন চানঘাঃ ।
প্রজাসর্গায় হি কথং বৃক্ষান্ নির্দগ্ধুমর্হথ ॥ ১০ ॥

যূয়ম্—আপনারা; **চ**—ও; **পিত্রা**—আপনার পিতার দ্বারা; **অম্বাদিষ্টাঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **দেবদেবেন**—সমগ্র ঈশ্বরের ঈশ্বর ভগবানের দ্বারা; **চ**—ও; **অনঘাঃ**—হে নিষ্পাপ; **প্রজা-সর্গায়**—প্রজা সৃষ্টির জন্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **কথম্**—কিভাবে; **বৃক্ষান্**—বৃক্ষদের; **নির্দগ্ধুম্**—ভস্মীভূত করতে; **অর্হথ**—সমর্থ।

অনুবাদ

হে নির্মল আত্মাগণ, আপনাদের পিতা প্রাচীনবর্হি এবং পরমেশ্বর ভগবান আপনাদের প্রজা সৃষ্টি করার আদেশ দিয়েছেন। অতএব কিভাবে আপনারা এই সমস্ত বৃক্ষ এবং ওষধি ভস্মীভূত করছেন, যা প্রজাদের জীবন ধারণের উপযোগী?

শ্লোক ১১

আতিষ্ঠত সতাং মার্গং কোপং যচ্ছত দীপিতম্ ।
পিত্রা পিতামহেনাপি জুষ্টং বঃ প্রপিতামহৈঃ ॥ ১১ ॥

আতিষ্ঠত—অনুসরণ করুন; **সতাম্ মার্গম্**—মহাপুরুষদের পন্থা; **কোপম্**—ক্রোধ; **যচ্ছত**—সংবরণ করুন; **দীপিতম্**—যা এখন উদ্দীপিত হয়েছে; **পিত্রা**—পিতার দ্বারা; **পিতামহেন অপি**—এবং পিতামহের দ্বারা; **জুষ্টম্**—অনুষ্ঠিত হয়; **বঃ**—আপনাদের; **প্রপিতামহৈঃ**—প্রপিতামহের দ্বারা।

অনুবাদ

আপনাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রমুখ মহাত্মারা যে সৎ মার্গ অনুসরণ করেছেন, মানুষ, পশু এবং বৃক্ষরূপ প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করার সেই মার্গ আপনারাও অনুসরণ করুন। ক্রোধ প্রদর্শন করা আপনাদের পক্ষে সংগত নয়। তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা আপনাদের ক্রোধ সংবরণ করুন।

তাৎপর্য

পিত্রা পিতামহেনাপি জুষ্টং বঃ প্রপিতামহৈঃ —এই বাক্যের দ্বারা রাজাদের, এবং তাঁদের পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ সমন্বিত মহান রাজবংশের বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার রাজবংশ বিশেষভাবে যশস্বী, কারণ তাঁরা প্রজাপালন করেন। *প্রজা* শব্দটি রাজার শাসনান্তর্গত ভূমিতে যার জন্ম হয়েছে তাকেই বোঝায়। মহান রাজপরিবারেরা জানতেন যে, মানুষ, পশু এবং তার থেকেও নিম্ন স্তরের সমস্ত প্রাণীরা সকলেই হচ্ছে তাঁদের প্রজা এবং তাই সকলকে রক্ষা করা তাঁদের কর্তব্য। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নেতারা কখনই এই প্রকার উন্নত চেতনাসম্পন্ন হতে পারে না, কারণ তারা কেবল ক্ষমতা লাভের জন্য ভোটে জিতে নেতা হতে চায়, এবং তাদের কোন দায়িত্ববোধ নেই। রাজতন্ত্রে রাজা তাঁর পূর্বপুরুষদের মহান

আদর্শ অনুসরণ করতেন। তাই চন্দ্রদেব এখানে প্রচেতাদের তাঁদের পিতা, পিতামহ, এবং প্রপিতামহদের মহিমা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

শ্লোক ১২

তোকানাং পিতরৌ বন্ধূ দৃশঃ পক্ষ্ম স্ত্রিয়াঃ পতিঃ ।
পতিঃ প্রজানাং ভিক্ষূণাং গৃহ্যজ্ঞানাং বুধঃ সুহৃৎ ॥ ১২ ॥

তোকানাম্—শিশুদের; **পিতরৌ**—পিতা-মাতা; **বন্ধূ**—বন্ধু; **দৃশঃ**—চক্ষুর; **পক্ষ্ম**—পলক; **স্ত্রিয়াঃ**—রমণীর; **পতিঃ**—পতি; **পতিঃ**—রক্ষক; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **ভিক্ষূণাম্**—ভিক্ষুকদের; **গৃহী**—গৃহস্থ; **অজ্ঞানাম্**—অজ্ঞানীর; **বুধঃ**—জ্ঞানী; **সুহৃৎ**—বন্ধু।

অনুবাদ

পিতা-মাতা যেমন শিশুদের বন্ধু এবং রক্ষক, পলক যেমন চক্ষুর রক্ষক, পতি যেমন স্ত্রীর পালক এবং রক্ষক, গৃহস্থ যেমন ভিক্ষুকদের পালক এবং জ্ঞানী যেমন অজ্ঞানীর বন্ধু, তেমনই রাজা প্রজাদের রক্ষক এবং প্রাণদাতা। বৃক্ষও রাজার প্রজা। তাই তাদের রক্ষা করা রাজার কর্তব্য।

তাৎপর্য

ভগবানের পরম ইচ্ছার দ্বারা অসহায় প্রাণীদের অনেক পালক এবং রক্ষক রয়েছে। বৃক্ষদেরও রাজার প্রজা বলে বিবেচনা করা হয় এবং তাই রাজার কর্তব্য হচ্ছে বৃক্ষদের পর্যন্ত রক্ষা করা, অন্যদের আর কি কথা। রাজার কর্তব্য তাঁর রাজ্যের সমস্ত জীবদের রক্ষা করা। তাই পিতা-মাতারা যদিও তাঁদের সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পালন-পোষণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী, তবুও পিতা-মাতারা যাতে যথাযথভাবে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করেন, তা দেখা রাজার কর্তব্য। তেমনই, এই শ্লোকে অন্য যে সমস্ত রক্ষকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা যাতে তাদের কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করে, তা নিরীক্ষণ করা রাজারই দায়িত্ব। এও মনে রাখা উচিত যে, গৃহস্থদের যে সমস্ত ভিক্ষুকদের পোষণ করার কথা এখানে বলা হয়েছে, তারা যেন পেশাদারী ভিক্ষুক না হয়। যে ভিক্ষুকদের কথা এখানে বলা হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ, যাঁদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করা গৃহস্থদের কর্তব্য।

শ্লোক ১৩

অন্তর্দেহেষু ভূতানামাত্মাস্তে হরিরীশ্বরঃ ।
সর্বং তদ্ধিষ্ণ্যমীক্ষধ্বমেবং বস্তোষিতো হ্যসৌ ॥ ১৩ ॥

অন্তঃ দেহেষু—দেহের অভ্যন্তরে (হৃদয়ে); **ভূতানাম্**—জীবদের; **আত্মা**—পরমাত্মা; **আস্তে**—নিবাস করে; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঈশ্বরঃ**—প্রভু বা পরিচালক; **সর্বম্**—সমস্ত; **তৎ-ধিষ্ণ্যম্**—তাঁর বাসস্থান; **ঈক্ষধ্বম্**—দর্শন করার চেষ্টা করুন; **এবম্**—এইভাবে; **বঃ**—আপনাদের প্রতি; **তোষিতঃ**—সন্তুষ্ট; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসৌ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান মানুষ-পশু-পক্ষী-বৃক্ষ আদি স্থাবর অথবা জঙ্গম, সমস্ত জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান। তাই আপনারা প্রতিটি প্রাণীকেই সেই ভগবানের অধিষ্ঠান ভূমি বা মন্দির বলে দর্শন করুন। এই প্রকার দর্শনের দ্বারা আপনারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করবেন। বৃক্ষরূপী এই সমস্ত জীবদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের হত্যা করা আপনাদের উচিত নয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে, *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*—পরমাত্মা সকলেরই হৃদয়ে অবস্থান করেন। তাই, যেহেতু সকলেরই শরীর হচ্ছে ভগবানের বাসস্থান, সেই জন্য কারও শরীর নষ্ট করা উচিত নয়, কারণ তার ফলে অনর্থক হিংসা করা হয়। তা পরমাত্মার অসন্তোষের কারণ হয়। সোমদেব প্রচেতাদের বলেছিলেন যেহেতু তাঁরা পরমাত্মার সন্তুষ্টি বিধান করার চেষ্টা করেছেন, তাই এখন তাঁকে অসন্তুষ্ট করা তাঁদের উচিত নয়।

শ্লোক ১৪

যঃ সমুৎপতিতং দেহ আকাশান্মন্যুমুলণ্বম্ ।
আত্মজিজ্ঞাসয়া যচ্ছেৎ স গুণানতিবর্ততে ॥ ১৪ ॥

যঃ— যে; **সমুৎপতিতম্**— হঠাৎ জেগে উঠে; **দেহে**— দেহে; **আকাশাৎ**— আকাশ থেকে; **মন্যুম্**— ক্রোধ; **উলণ্বম্**—শক্তিশালী; **আত্ম-জিজ্ঞাসয়া**— আধ্যাত্মিক উপলব্ধি

বা আত্ম-উপলব্ধি সম্বন্ধে অনুসন্ধান দ্বারা; **যচ্ছেৎ**—প্রশমিত করে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **গুণান্**—জড়া প্রকৃতির গুণ; **অতিবর্ততে**—অতিক্রম করে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আত্ম-উপলব্ধির অনুসন্ধানের দ্বারা তাঁর বলবান ক্রোধ যা আকাশ থেকে পড়ার মতো হঠাৎ দেহে জেগে ওঠে, তা সংযত করেন, তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন।

তাৎপর্য

কেউ যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন সে নিজেকে এবং তার পরিস্থিতি ভুলে যায়, কিন্তু কেউ যদি জ্ঞানের দ্বারা তার সেই স্থিতি যথাযথভাবে বিবেচনা করতে সমর্থ হয়, তা হলে সে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। মানুষ সর্বদাই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য ইত্যাদির দাস, কিন্তু কেউ যদি পারমার্থিক উন্নতির ফলে যথেষ্ট আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করতে পারেন, তা হলে তিনি সেগুলি দমন করতে পারেন। যিনি এই প্রকার সংযম শক্তি লাভ করেছেন, তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের স্পর্শরহিত হয়ে সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অবস্থান করবেন। কেউ যখন পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখনই কেবল তা সম্ভব হয়। সেই সম্বন্ধে ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) বলেছেন—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" কেউ যখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি সর্বদাই কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য ইত্যাদির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবেন। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা অবশ্য কর্তব্য, কারণ তা না হলে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

শ্লোক ১৫

অলং দগ্ধৈর্দুর্মৈর্দীনৈঃ খিলানাং শিবমস্তু বঃ ।
বার্ক্ষী হ্যেষা বরা কন্যা পত্নীত্বে প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ১৫ ॥

অলম্—পর্যাপ্ত, **দগ্ধৈঃ**—দগ্ধ হয়ে; **দ্রুমৈঃ**—বৃক্ষসমূহ; **দীনৈঃ**—দীনহীন; **খিলানাম্**—অবশিষ্ট বৃক্ষসমূহের; **শিবম্**—সৌভাগ্য; **অস্তু**—হোক; **বঃ**—আপনাদের; **বার্ক্ষী**—বৃক্ষদের দ্বারা প্রতিপালিত; **হি**—বস্তুত; **এষা**—এই; **বরা**—শ্রেষ্ঠা; **কন্যা**—কন্যাটিকে; **পত্নীত্বে**—পত্নীরূপে; **প্রতিগৃহ্যতাম্**—গ্রহণ করুন।

অনুবাদ

এই দীন বৃক্ষগুলিকে দহন করার কোন প্রয়োজন নেই। যে সমস্ত বৃক্ষ অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের মঙ্গল হোক। আপনাদেরও মঙ্গল হোক। এখন আপনারা বৃক্ষদের দ্বারা পালিতা 'মারিষা' নাম্নী অতি সুন্দরী এবং গুণান্বিতা এই কন্যাটিকে আপনাদের পত্নীরূপে গ্রহণ করুন।

শ্লোক ১৬

ইত্যামন্ত্র্য বরারোহাং কন্যামাপ্সরসীং নৃপ ।
সোমো রাজা যযৌ দত্ত্বা তে ধর্মেণোপযেমিরে ॥ ১৬ ॥

ইতি—এইভাবে; **আমন্ত্র্য**—আমন্ত্রণ করে; **বর-আরোহাম্**—গুরুনিতম্বিনী; **কন্যাম্**—কন্যাটিকে; **আপ্সরসীম্**—এক অপ্সরা থেকে যার জন্ম হয়েছে; **নৃপ**—হে রাজন্; **সোমঃ**—সোমদেব; **রাজা**—রাজা; **যযৌ**—প্রস্থান করেছিলেন; **দত্ত্বা**—প্রদান করে; **তে**—তাঁরা; **ধর্মেণ**—ধর্মনীতি অনুসারে; **উপযেমিরে**—বিবাহ করেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, এইভাবে প্রচেতাদের শান্ত করে, চন্দ্রাধিপতি সোমদেব প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরার অতি সুন্দরী কন্যাটিকে তাঁদের প্রদান করেছিলেন। প্রচেতারা প্রম্লোচার সেই অতি সুন্দরী গুরুনিতম্বিনী কন্যাটিকে ধর্ম অনুসারে বিবাহ করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

তেভ্যস্তস্যাং সমভবদ্ দক্ষঃ প্রাচেতসঃ কিল ।
যস্য প্রজাবিসর্গেণ লোকা আপূরিতাস্ত্রয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তেভ্যঃ—সেই প্রচেতাদের থেকে; **তস্যাম্**—তার গর্ভে; **সমভবৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **দক্ষঃ**—দক্ষ, যিনি সন্তান উৎপাদনে সুদক্ষ; **প্রাচেতসঃ**—প্রচেতাদের পুত্র; **কিল**—

বস্তুতপক্ষে; **যস্য**—যাঁর; **প্রজা-বিসর্গেণ**—প্রজা উৎপাদনের দ্বারা; **লোকাঃ**—জগৎ; **আপূরিতাঃ**—পূর্ণ করেছিলেন; **ত্রয়ঃ**—তিন।

অনুবাদ

সেই কন্যার গর্ভে প্রচেতারা দক্ষ নামক একটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, যিনি প্রজাসমূহের দ্বারা ত্রিলোক পূর্ণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

স্বায়ম্ভুব মনুর রাজত্বকালে দক্ষের প্রথমে জন্ম হয়, কিন্তু শিবকে নিন্দা করার ফলে দণ্ডস্বরূপ তাঁর মাথা কাটা যায় এবং তার পরিবর্তে ছাগমুণ্ড বসানো হয়। এইভাবে অপমানিত হয়ে তিনি তাঁর দেহ ত্যাগ করেন, এবং চাক্ষুষ নামক ষষ্ঠ মন্বন্তরে তিনি মারিষার গর্ভে দক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন—

চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্সর্গে কালবিদ্রুতে ।
যঃ সসর্জ প্রজা ইষ্টাঃ স দক্ষো দৈবচোদিতঃ ॥

"তাঁর পূর্ব শরীর বিনাশের পর, সেই দক্ষ পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, চাক্ষুষ মন্বন্তরে সমস্ত বাঞ্ছনীয় প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন।" (*শ্রীমদ্ভাগবতম্* ৪/৩০/৪৯) এইভাবে দক্ষ তাঁর পূর্ব বৈভব পুনরায় প্রাপ্ত হয়ে, লক্ষ লক্ষ সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন করে ত্রিভুবন পূর্ণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

যথা সসর্জ ভূতানি দক্ষো দুহিতৃবৎসলঃ ।
রেতসা মনসা চৈব তন্মমাবহিতঃ শৃণু ॥ ১৮ ॥

যথা—যেমন; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **ভূতানি**—জীবদের; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **দুহিতৃ-বৎসলঃ**—যিনি তাঁর কন্যাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ; **রেতসা**—শুক্রের দ্বারা; **মনসা**—মনের দ্বারা; **চ**—ও; **এব**—বস্তুত; **তৎ**—তা; **মম**—আমার থেকে; **অবহিতঃ**—মনোযোগ সহকারে; **শৃণু**—শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—দুহিতৃবৎসল প্রজাপতি দক্ষ যেভাবে বীর্য ও মনের দ্বারা প্রজাসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন, তা আমার কাছে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

দুহিতৃবৎসলঃ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, সমস্ত প্রজা দক্ষের কন্যাদের থেকে উৎপন্ন হয়েছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, তা থেকে বোঝা যায়, দক্ষের কোন পুত্র ছিল না।

শ্লোক ১৯

মনসৈবাসৃজৎ পূর্বং প্রজাপতিরিমাঃ প্রজাঃ ।
দেবাসুরমনুষ্যাদীন্ নভঃস্থলজলৌকসঃ ॥ ১৯ ॥

মনসা—মনের দ্বারা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **পূর্বম্**—পূর্বে; **প্রজাপতিঃ**—প্রজাপতি দক্ষ; **ইমাঃ**—এই সমস্ত; **প্রজাঃ**—জীব; **দেব**—দেবতা; **অসুর**—অসুর; **মনুষ্য-আদীন্**—মনুষ্য আদি অন্যান্য জীব; **নভঃ**—আকাশে; **স্থল**—ভূমিতে; **জল**—অথবা জলে; **ওকসঃ**—যাদের বাসস্থান আছে।

অনুবাদ

প্রজাপতি দক্ষ তাঁর মনের দ্বারা প্রথমে দেবতা, অসুর, মানুষ, পক্ষী, পশু, জলচর প্রভৃতি প্রজাবর্গ সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ২০

তমবৃংহিতমালোক্য প্রজাসর্গং প্রজাপতিঃ ।
বিন্ধ্যপাদানুপব্রজ্য সোঽচরদ্ দুষ্করং তপঃ ॥ ২০ ॥

তম্—তা; **অবৃংহিতম্**—বৃদ্ধি না করে; **আলোক্য**—দর্শন করে; **প্রজাসর্গম্**—জীবসৃষ্টি; **প্রজাপতিঃ**—প্রজাপতি দক্ষ; **বিন্ধ্যপাদান্**—বিন্ধ্য পর্বতের নিকটবর্তী পর্বতে; **উপব্রজ্য**—গমন করে; **সঃ**—তিনি; **অচরৎ**—সম্পাদন করেছিলেন; **দুষ্করম্**—অত্যন্ত কঠোর; **তপঃ**—তপস্যা।

অনুবাদ

কিন্তু প্রজাপতি দক্ষ যখন দেখলেন যে, তাঁর সৃষ্ট প্রজাসমূহের যথাযথভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে না, তখন তিনি বিন্ধ্য পর্বতের নিকটবর্তী কোন একটি পর্বতে গিয়ে দুষ্কর তপস্যা করেছিলেন।

শ্লোক ২১

তত্রাঘমর্ষণং নাম তীর্থং পাপহরং পরম্ ।
উপস্পৃশ্যানুসবনং তপসাতোষয়দ্ধরিম্ ॥ ২১ ॥

তত্র— সেখানে; **অঘমর্ষণম্**— অঘমর্ষণ; **নাম**—নামক; **তীর্থম্**— পবিত্র তীর্থে; **পাপহরম্**— সর্বপ্রকার পাপ বিনাশকারী; **পরম্**—শ্রেষ্ঠ; **উপস্পৃশ্য**— স্নান এবং আচমন করে; **অনুসবনম্**— নিয়মিতভাবে; **তপসা**— তপস্যার দ্বারা; **অতোষয়ৎ**— প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন; **হরিম্**— পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

সেই পর্বতের নিকটে অঘমর্ষণ নামক একটি অতি পবিত্র তীর্থস্থান ছিল। সেখানে প্রজাপতি দক্ষ ত্রিসন্ধ্যা স্নান-আচমনাদি করে তপস্যার দ্বারা শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন।

শ্লোক ২২

অস্তৌষীদ্ধংসগুহ্যেন ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
তুভ্যং তদভিধাস্যামি কস্যাতুষ্যদ্ যথা হরিঃ ॥ ২২ ॥

অস্তৌষীৎ— সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন; **হংস-গুহ্যেন**— হংসগুহ্য নামক প্রসিদ্ধ স্তোত্রের দ্বারা; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অধোক্ষজম্**— ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত; **তুভ্যম্**—আপনার কাছে; **তৎ**— তা; **অভিধাস্যামি**— আমি বিশ্লেষণ করব; **কস্য**— প্রজাপতি দক্ষের প্রতি; **অতুষ্যৎ**— তুষ্ট হয়েছিলেন; **যথা**— যেভাবে; **হরিঃ**— ভগবান।

অনুবাদ

হে রাজন, প্রজাপতি দক্ষ যে হংসগুহ্য নামক স্তোত্রের দ্বারা অধোক্ষজ শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন, এবং সেই স্তুতির ফলে ভগবান শ্রীহরি যেভাবে দক্ষের প্রতি তুষ্ট হয়েছিলেন, তা আমি আপনার কাছে কীর্তন করব।

তাৎপর্য

এখানে মনে রাখা উচিত যে, হংসগুহ্য স্তোত্র দক্ষ রচনা করেননি, তা পূর্বেই বৈদিক শাস্ত্রে বর্তমান ছিল।

শ্লোক ২৩

শ্রীপ্রজাপতিরুবাচ

নমঃ পরায়াবিতথানুভূতয়ে
গুণত্রয়াভাসনিমিত্তবন্ধবে ।
অদৃষ্টধাম্নে গুণতত্ত্ববুদ্ধিভি-
র্নিবৃত্তমানায় দধে স্বয়ম্ভুবে ॥ ২৩ ॥

শ্রী-প্রজাপতিঃ উবাচ— প্রজাপতি দক্ষ বললেন; **নমঃ**— সশ্রদ্ধ প্রণাম; **পরায়**— ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানের প্রতি; **অবিতথ**—যথার্থ; **অনুভূতয়ে**—যাঁর চিন্ময় শক্তির দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করা যায়; **গুণ-ত্রয়**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের; **আভাস**— প্রকট জীবদের; **নিমিত্ত**—এবং জড় শক্তির; **বন্ধবে**— নিয়ন্তাকে; **অদৃষ্ট-ধাম্নে**— যাঁকে তাঁর ধামে উপলব্ধি করা যায় না; **গুণ-তত্ত্ব-বুদ্ধিভিঃ**—বদ্ধ জীবদের দ্বারা, যারা তাদের অল্প বুদ্ধির ফলে মনে করে যে, প্রকৃত সত্যকে জড়া প্রকৃতির তিন গুণের প্রকাশের মধ্যে পাওয়া যায়; **নিবৃত্ত-মানায়**—যিনি সমস্ত জড় জাগতিক পরিমাপ ও গণনা অতিক্রম করেছেন; **দধে**—আমি নিবেদন করি; **স্বয়ম্ভুবে**— পরমেশ্বর ভগবানকে, যিনি কোন কারণ থেকে প্রকাশিত হননি।

অনুবাদ

প্রজাপতি দক্ষ বললেন—পরমেশ্বর ভগবান মায়া ও মায়ার দ্বারা উৎপন্ন সমস্ত জড় পদার্থের অতীত। তিনি অব্যভিচারী জ্ঞান ও পরম ইচ্ছাশক্তি সমন্বিত, এবং তিনি জীব ও মায়াশক্তির নিয়ন্তা। বদ্ধ জীবেরা, যারা এই জড় জগৎকে সব কিছু বলে মনে করে, তারা তাঁকে দর্শন করতে পারে না, কারণ তিনি প্রত্যক্ষ আদি প্রমাণের অতীত। তাই তিনি স্বতঃপ্রমাণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তিনি কোন কারণ থেকে উৎপন্ন হননি। তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এখানে ভগবানের ইন্দ্রিয়াতীত দিব্য স্থিতির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি জড় দর্শন সমন্বিত বদ্ধ জীবের দর্শনযোগ্য নন, কারণ তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না যে, পরমেশ্বর ভগবান জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত তাঁর পরম ধামে বিরাজ করেন। কোন জড়বাদী ব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরমাণু গণনা করতে সমর্থ হলেও পরমেশ্বর

ভগবানকে জানতে পারবে না। সেই কথা *ব্রহ্ম-সংহিতায়* (৫/৩৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

পন্থাস্তু কোটিশতবৎসরসংপ্রগম্যো
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্ ।
সোঽপ্যস্তি যৎ প্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

বদ্ধ জীব কোটি কোটি বৎসর ধরে তার মনের চিন্তার দ্বারা অথবা মনের বা বায়ুর বেগে ভ্রমণ করেও পরম সত্যকে জানতে পারবে না, কারণ জড়বাদী ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবানের অসীম অস্তিত্বের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ কখনই মাপতে পারে না। পরম সত্য যদি পরিমাপের অতীত হন, তা হলে প্রশ্ন উঠতে পারে তাঁকে জানা কিভাবে সম্ভব? তার উত্তরে এখানে বলা হয়েছে স্বয়ম্ভুবে—কেউ তাঁকে জানতে পারুক অথবা না পারুক, তিনি তাঁর চিন্ময় শক্তিতে বর্তমান।

শ্লোক ২৪

ন যস্য সখ্যং পুরুষোঽবৈতি সখ্যুঃ
সখা বসন্ সংবসতঃ পুরেঽস্মিন্ ।
গুণো যথা গুণিনো ব্যক্তদৃষ্টে-
স্তস্মৈ মহেশায় নমস্করোমি ॥ ২৪ ॥

ন—না; **যস্য**— যার; **সখ্যম্**— মৈত্রী; **পুরুষঃ**—জীব; **অবৈতি**— জানে; **সখ্যুঃ**—পরম সুহৃদের; **সখা**—বন্ধু; **বসন্**— বাস করে; **সংবসতঃ**—সঙ্গে যে বাস করে তার; **পুরে**— দেহে; **অস্মিন্**—এই; **গুণঃ**— ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়; **যথা**—ঠিক যেমন; **গুণিনঃ**—সেই সেই ইন্দ্রিয়ের; **ব্যক্ত-দৃষ্টেঃ**—যিনি জড় সৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করেন; **তস্মৈ**—তাঁকে; **মহা-ঈশায়**—পরম নিয়ন্তাকে; **নমস্করোমি**— আমি প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

(রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ এবং শব্দ) ইন্দ্রিয়ের এই বিষয়গুলি যেমন জানতে পারে না যে, ইন্দ্রিয়গুলি কিভাবে তাদের অনুভব করে, তেমনি বদ্ধ জীব পরমাত্মার সঙ্গে দেহে নিবাস করলেও বুঝতে পারে না, সমগ্র জড় সৃষ্টির ঈশ্বর কিভাবে সেই পরম পুরুষ জীবের ইন্দ্রিয়গুলি পরিচালনা করেন। সেই পরম নিয়ন্তা পরম পুরুষকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

জীবাত্মা এবং পরমাত্মা একত্রে হৃদয় অভ্যন্তরে বিরাজ করেন। সেই সত্য *উপনিষদে* একটি বৃক্ষে দুটি পক্ষীর বাস করার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়েছে। সেই দুটি পাখির মধ্যে একটি পাখি সেই গাছের ফল খায়, এবং অন্যটি কেবল তার সেই ফল খাওয়া দর্শন করে এবং তাকে পরিচালনা করে। সেই ফল আহার রত পাখিটির সঙ্গে জীবাত্মার এবং সাক্ষীরূপী পাখিটির সঙ্গে পরমাত্মার তুলনা করা হয়েছে। যদিও তারা একসঙ্গে বিরাজ করছে তবুও জীবাত্মা তার সখা পরমাত্মাকে দেখতে পায় না। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা জীবের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগে তার ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালিত করে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি যেমন ইন্দ্রিয়গুলিকে দেখতে পায় না, তেমনি বদ্ধ জীব সেই পরিচালক পরমাত্মাকে দেখতে পায় না। বদ্ধ জীবের বাসনা রয়েছে, আর পরমাত্মা তার সেই বাসনাগুলিকে পরিচালনা করেন, কিন্তু বদ্ধ জীব পরমাত্মাকে দেখতে পায় না। তাই প্রজাপতি দক্ষ সেই পরমাত্মাকে দেখতে না পেলেও তাঁকে তাঁর প্রণতি নিবেদন করেছেন। এই সম্পর্কে আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, সাধারণ নাগরিকেরা যদিও সরকারের অধীনে কার্য করে, তবুও তারা বুঝতে পারে না কিভাবে সরকার তাদের পরিচালনা করছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য *স্কন্দ-পুরাণ* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

যথা রাজ্ঞঃ প্রিয়ত্বং তু ভৃত্যা বেদেন চাত্মনঃ ।
তথা জীবো ন যৎসখ্যং বেত্তি তস্মৈ নমোহস্তু তে ॥

"যেমন একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মচারীরা যার অধীনে কাজ করছে, সেই প্রধান কর্মাধ্যক্ষকে দেখতে পায় না, তেমনি বদ্ধ জীবেরা তাদের দেহাভ্যন্তরে বিরাজমান তাদের পরম সখাকে দেখতে পায় না। তাই আমাদের জড় চক্ষু দ্বারা তাঁকে দেখা না গেলেও তাঁর প্রতি আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্লোক ২৫

দেহোঽসবোঽক্ষা মনবো ভূতমাত্রা-
মাত্মানমন্যং চ বিদুঃ পরং যৎ ।
সর্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো
ন বেদ সর্বজ্ঞমনন্তমীড়ে ॥ ২৫ ॥

দেহঃ—এই দেহ; **অসবঃ**—প্রাণবায়ু; **অক্ষাঃ**—বিভিন্ন ইন্দ্রিয়; **মনবঃ**—মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার; **ভূত-মাত্রাম্**—পঞ্চ মহাভূত এবং পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, শব্দ

ইত্যাদি); **আত্মানম্**—স্বয়ং; **অন্যম্**—অন্য কোন; **চ**—এবং; **বিদুঃ**—জানে; **পরম্**—ঊর্ধ্বে; **যৎ**—যা; **সর্বম্**—সব কিছু; **পুমান্**—জীব; **বেদ**—জানে; **গুণান্**—জড়া প্রকৃতির গুণ; **চ**—এবং; **তৎ-জ্ঞঃ**—তা জেনে; **ন**—না; **বেদ**—জানে; **সর্বজ্ঞম্**—সর্বজ্ঞকে; **অনন্তম্**—অসীম; **ঈড়ে**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

যেহেতু দেহ, প্রাণ, অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ও তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ) হচ্ছে জড় তত্ত্ব, তাই তারা তাদের স্বীয় প্রকৃতি জানতে পারে না এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও তাদের নিয়ন্তাদের প্রকৃতিও জানতে পারে না। কিন্তু জীব চিন্ময় হওয়ার ফলে, তার দেহ, প্রাণবায়ু, ইন্দ্রিয়, মহাভূত ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহকে জানতে পারে, এবং তাদের মূল স্বরূপ তিন গুণকেও জানতে পারে। জীব যদিও সম্পূর্ণরূপে সেগুলি সম্বন্ধে অবগত, তবুও সে সর্বজ্ঞ অসীম পরম পুরুষকে জানতে পারে না। আমি তাই তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

জড় বৈজ্ঞানিকেরা জড় উপাদান, দেহ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এমন কি জীবনীশক্তি নিয়ন্ত্রণকারী প্রাণবায়ুকে পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এই সবের ঊর্ধ্বে চিন্ময় আত্মাকে জানতে পারে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জীব চিন্ময় হওয়ার ফলে সমস্ত জড় বিষয়কে জানতে পারে, অথবা, যখন আত্ম-উপলব্ধি লাভ করে, তখন সে যোগীরা যাঁর ধ্যান করেন, সেই পরমাত্মাকেও জানতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীব যতই উন্নত হোক না কেন, সে পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। কারণ ভগবান হচ্ছেন অনন্ত, অসীম এবং ষড়ৈশ্বর্য সমন্বিত।

শ্লোক ২৬

যদোপরামো মনসো নামরূপ-
রূপস্য দৃষ্টস্মৃতিসম্প্রমোষাৎ ।
য ঈয়তে কেবলয়া স্বসংস্থয়া
হংসায় তস্মৈ শুচিসদ্মনে নমঃ ॥ ২৬ ॥

যদা—সমাধিতে যখন; **উপরামঃ**—সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত; **মনসঃ**—মনের; **নাম-রূপ**—জড়-জাগতিক নাম এবং রূপ; **রূপস্য**—রূপের; **দৃষ্ট**—জাগতিক দৃষ্টির; **স্মৃতি**—এবং স্মৃতির; **সম্প্রমোষাৎ**—বিনাশের ফলে; **যঃ**—যিনি (পরমেশ্বর ভগবান); **ঈয়তে**—অনুভূত হয়; **কেবলয়া**—চিন্ময়; **স্ব-সংস্থয়া**—তাঁর আদি রূপ; **হংসায়**—পরম বিশুদ্ধ যিনি তাঁকে; **তস্মৈ**—তাঁকে; **শুচি-সদ্মনে**—যাঁকে কেবল শুদ্ধ চিন্ময় স্থিতিতে উপলব্ধি করা যায়; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

কারও চেতনা যখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় অস্তিত্বের কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়, জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় যাঁর চিত্ত-বিক্ষেপ হয় না এবং সুষুপ্তিতে যাঁর চিত্তের লয় হয় না, তিনি সমাধি স্তর প্রাপ্ত হন। জড় দর্শন এবং মনের স্মৃতি, যা নাম ও রূপ প্রকাশ করে, তা তখন বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ সমাধিতে কেবল ভগবান তাঁর সচ্চিদানন্দময় স্বরূপে প্রকাশিত হন। শুদ্ধ চিন্ময় অন্তঃকরণে যাঁকে দর্শন করা যায়, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবৎ উপলব্ধির দুটি স্তর রয়েছে। তার একটিকে বলা হয় *সুজ্ঞেয়ম্* এবং অন্য আর একটিকে বলা হয় *দুর্জ্ঞেয়ম্* । পরমাত্মা উপলব্ধি এবং ব্রহ্ম উপলব্ধি হচ্ছে সুজ্ঞেয়ম্ , কিন্তু ভগবৎ উপলব্ধি হচ্ছে *দুর্জ্ঞেয়ম্* । এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, যখন মনের সমস্ত কার্যকলাপ—চিন্তা, অনুভব, ইচ্ছা পরিত্যাগ করা হয়, তখনই কেবল ভগবানকে জানা যায়। অর্থাৎ মনের ক্রিয়া যখনই স্তব্ধ হয়, তখনই কেবল ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। এই চিন্ময় উপলব্ধি সুষুপ্তিরও ঊর্ধ্বে। আমাদের স্থূল বদ্ধ অবস্থায় আমরা আমাদের জড়-জাগতিক অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির মাধ্যমে সব কিছু উপলব্ধি করি, এবং সূক্ষ্ম স্তরে স্বপ্নের মাধ্যমে আমরা জগৎকে উপলব্ধি করি। স্বপ্নে স্মৃতি কার্যরত থাকে এবং সেই অনুভূতি হয় সূক্ষ্ম স্তরের। জাগরণের স্থূল অভিজ্ঞতা এবং স্বপ্নের সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে হচ্ছে সুষুপ্তি। এই সুষুপ্তির স্তরও অতিক্রম করে সমাধির স্তর লাভ হয়। চেতনা তখন বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বা বসুদেব-সত্ত্বে বিরাজ করে এবং তখন পরমেশ্বর ভগবান প্রকাশিত হন।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ—জীব যতক্ষণ স্থূল অথবা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের স্তরে দ্বৈত ভাব সমন্বিত থাকে, ততক্ষণ তার পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা সম্ভব নয়। *সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ*—কিন্তু তার

ইন্দ্রিয়গুলি যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, বিশেষ করে তার জিহ্বা যখন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে এবং সেবা ভাব সমন্বিত হয়ে কৃষ্ণপ্রসাদ আস্বাদন করে, তখন পরমেশ্বর ভগবান তার কাছে প্রকাশিত হন। এই শ্লোকে *শুচিসদ্মনে* শব্দটি তা ইঙ্গিত করে। *শুচি* মানে পবিত্র। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা সম্পাদনের ফলে জীবের অস্তিত্ব *শুচিসদ্ম* হয়—সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়। তাই *শুচিসদ্ম* স্তরে যিনি প্রকাশিত হন, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে দক্ষ তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/১৪/৬) থেকে ব্রহ্মার প্রার্থনাটি উল্লেখ করেছেন—*তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ*। "হে ভগবান, যাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছে, তিনিই কেবল আপনার দিব্য গুণাবলী হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং আপনার কার্যকলাপের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।"

শ্লোক ২৭-২৮

মনীষিণোঽন্তর্হৃদি সন্নিবেশিতং
স্বশক্তিভির্নবভিশ্চ ত্রিবৃদ্ভিঃ ।
বহ্নিং যথা দারুণি পাঞ্চদশ্যং
মনীষয়া নিষ্কর্ষন্তি গূঢ়ম্ ॥ ২৭ ॥
স বৈ মমাশেষবিশেষমায়া-
নিষেধনির্বাণসুখানুভূতিঃ ।
স সর্বনামা স চ বিশ্বরূপঃ
প্রসীদতামনিরুক্তাত্মশক্তিঃ ॥ ২৮ ॥

মনীষিণঃ—কর্মকাণ্ড এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা; **অন্তঃ-হৃদি**—তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে; **সন্নিবেশিতম্**—অবস্থিত; **স্ব-শক্তিভিঃ**—তাঁর চিন্ময় শক্তির দ্বারা; **নবভিঃ**—নয়টি জড় শক্তির দ্বারাও (প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন এবং পঞ্চ তন্মাত্র); **চ**—এবং (পঞ্চ মহাভূত এবং দশটি কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়); **ত্রিবৃদ্ভিঃ**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা; **বহ্নিম্**—অগ্নি; **যথা**—যেমন; **দারুণি**—কাঠের ভিতর; **পাঞ্চদশ্যম্**—সামিধেনী মন্ত্রের পনেরটি শ্লোক থেকে উৎপন্ন; **মনীষয়া**—বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা; **নিষ্কর্ষন্তি**—নির্যাস; **গূঢ়ম্**—প্রকাশিত না হলেও; **সঃ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মম**—আমার প্রতি; **অশেষ**—সমস্ত;

বিশেষ—বিবিধ; **মায়া**—মায়াশক্তি; **নিষেধ**—নেতি নেতি পন্থার দ্বারা; **নির্বাণ**—মুক্তির; **সুখ-অনুভূতিঃ**—দিব্য আনন্দের দ্বারা যাঁকে উপলব্ধি করা যায়; **সঃ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **সর্বনামা**—যিনি সকল নামের উৎস; **সঃ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **চ**—ও; **বিশ্ব-রূপঃ**—বিরাটরূপ; **প্রসীদতাম্**—তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন; **অনিরুক্ত**—অচিন্ত্য; **আত্ম-শক্তিঃ**—সমস্ত চিন্ময় শক্তির উৎস।

অনুবাদ

বৈদিক কর্মকাণ্ডে এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানে দক্ষ বিদগ্ধ পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণেরা যেমন পঞ্চদশ সামিধেনী মন্ত্রের দ্বারা কাষ্ঠের অন্তঃপ্রদেশে গূঢ়ভাবে অবস্থিত অগ্নিকে প্রকাশ করে বৈদিক মন্ত্রের কার্যকারিতা প্রমাণ করেন, তেমনই যাঁরা প্রকৃতপক্ষে উন্নত চেতনা সমন্বিত, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনাসমন্বিত, তাঁরা হৃদয় অভ্যন্তরে বিরাজমান পরমাত্মাকে লাভ করতে পারেন। হৃদয় জড়া প্রকৃতির তিন গুণ এবং নয়টি উপাদানের দ্বারা (প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন ও পঞ্চ তন্মাত্র), এবং পঞ্চ মহাভূত ও দশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আচ্ছাদিত। ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতি এই সপ্তবিংশতি উপাদানের দ্বারা গঠিত। মহান যোগীরা পরমাত্মারূপে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজমান ভগবানের ধ্যান করেন। সেই পরমাত্মা আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। কেউ যখন জড়া প্রকৃতির অন্তহীন বৈচিত্র্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হন, তখনই তিনি পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন। কেউ যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন তখনি তিনি প্রকৃতপক্ষে এই মুক্তি লাভ করতে পারেন এবং তাঁর সেবাবৃত্তির প্রভাবে ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। সেই ভগবানকে জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিবিধ চিন্ময় নামের দ্বারা সম্বোধন করা যায়। সেই পরমেশ্বর ভগবান কখন আমার প্রতি প্রসন্ন হবেন?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় *দুর্বিজ্ঞেয়ম্* শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে 'যাঁকে জানা অত্যন্ত কঠিন'। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৮) জীবের বিশুদ্ধ অস্তিত্বের স্তর বর্ণনা করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।"

ভগবদ্গীতায় অন্যত্র (৯/১৪) ভগবান বলেছেন—

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥

"ব্রহ্মচর্যাদি ব্রতে দৃঢ়নিষ্ঠ ও যত্নশীল হয়ে, সেই ভক্তরা সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে এবং সর্বদা ভক্তিপূর্বক আমার উপাসনা করে।"

সমস্ত জড় বাধা অতিক্রম করার পর পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/৩) বলেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

"হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কোন একজন সিদ্ধি লাভের জন্য যত্ন করেন, আর হাজার হাজার সিদ্ধদের মধ্যে কদাচিৎ একজন আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎ-স্বরূপকে তত্ত্বত অবগত হন।"

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে হলে কঠোর তপস্যা করতে হয়, কিন্তু যেহেতু ভগবদ্ভক্তির পন্থা পূর্ণ, তাই এই পন্থা অনুসরণ করার ফলে অনায়াসে ভগবানকে জানার চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। সেই কথাও *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"ভক্তির দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানার ফলে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়।"

অতএব এই বিষয়টি যদিও *দুর্বিজ্ঞেয়ম্,* তবুও যদি নির্ধারিত বিধি অনুসরণ করা হয়, তা হলে তা অনায়াসে লাভ করা যায়। *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ* থেকে শুরু হয় যে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি, তার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে আসা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *শ্রীমদ্ভাগবতের* (২/৮/৫) একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন—*প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্* । শ্রবণ ও কীর্তনের পন্থা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে এবং তার ফলে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া যায়। এই পন্থা অনুশীলনের ফলে দিব্য ভগবৎ-প্রেম লাভ হয় এবং তখন ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা উপলব্ধি করা যায়। পক্ষান্তরে

বলা যায় যে, ভগবদ্ভক্তির দ্বারা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানকে দর্শন করতে সক্ষম হন, যদিও সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথে তাকে বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। এই বাধা-বিপত্তিগুলিও আবার ভগবানের বিভিন্ন শক্তি। সেই সমস্ত বাধা-বিপত্তি অনায়াসে অতিক্রম করে ভগবদ্ভক্ত সরাসরিভাবে ভগবানের সংস্পর্শে আসেন। এই সমস্ত শ্লোকগুলিতে যে সমস্ত বাধা-বিপত্তিগুলি উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিও আবার ভগবানের বিভিন্ন শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। ভক্ত যখন ভগবানকে দর্শন করার জন্য আকুল হন, তখন তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

"ওহে নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য কিঙ্কর (দাস) হয়েও স্বকর্ম-বিপাকে বিষম ভব-সমুদ্রে পড়েছি। তুমি কৃপা করে আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশরূপে চিন্তা কর।" ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভগবান তাঁর জড় বাধা-বিপত্তিগুলিকে চিন্ময় সেবায় পরিণত করেন। এই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *বিষ্ণু-পুরাণ* থেকে একটি শ্লোকের উল্লেখ করেছেন—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥

জড় জগতে ভগবানের চিন্ময় শক্তি *তাপকরী* বা দুঃখদায়ক রূপে প্রকাশিত হয়েছে। সকলেই সুখ চায়, প্রকৃত সুখ যদিও ভগবানের আনন্দদায়িনী হ্লাদিনী শক্তি থেকে আসছে, কিন্তু জড় জগতে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে, ভগবানের সেই হ্লাদিনী শক্তি দুঃখ-দুর্দশার কারণে পরিণত হয় (*হ্লাদতাপকরী*)। জড় জগতের যে মিথ্যা সুখ তা দুঃখেরই উৎস মাত্র। কিন্তু যখন সেই সুখের প্রচেষ্টা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সম্পাদিত হয়, তখন ভগবানের তাপকরী প্রভাবটি দূর হয়ে যায়। এই সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে—কাঠ থেকে আগুন বার করা অবশ্যই অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু আগুন যখন বেরিয়ে আসে, তখন তা সেই কাঠকে ভস্মে পরিণত করে। তেমনি, যারা ভক্তিহীন তাদের পক্ষে ভগবানকে জানা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের কাছে সব কিছুই সহজ হয়ে যায় এবং তার ফলে তিনি অনায়াসেই ভগবানের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন।

এই স্তবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের চিন্ময় রূপ জড়া প্রকৃতির অতীত এবং তাই তা অচিন্ত্য। কিন্তু ভক্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, "হে প্রভু, আমার প্রতি প্রসন্ন হোন যাতে আমি আপনার দিব্য রূপ এবং শক্তি অনায়াসেই দর্শন করতে পারি।" অভক্তেরা নেতি নেতির বিবাদের মাধ্যমে ভগবানকে জানবার চেষ্টা করে। *নিষেধ-নির্বাণ-সুখানুভূতিঃ*—কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কেবল ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার দ্বারা এই প্রকার শ্রমসাপেক্ষ জল্পনা-কল্পনা থেকে মুক্ত হয়ে অনায়াসেই ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন।

শ্লোক ২৯

যদ্‌যন্নিরুক্তং বচসা নিরূপিতং
ধিয়াক্ষভির্বা মনসোত যস্য ।
মা ভূৎ স্বরূপং গুণরূপং হি তত্তৎ
স বৈ গুণাপায়বিসর্গলক্ষণঃ ॥ ২৯ ॥

যৎ যৎ—যা কিছু; **নিরুক্তম্**—ব্যক্ত; **বচসা**—বাক্যের দ্বারা; **নিরূপিতম্**—নিশ্চিতরূপে বর্ণিত; **ধিয়া**—তথাকথিত ধ্যান বা বুদ্ধির দ্বারা; **অক্ষভিঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **বা**—অথবা; **মনসা**—মনের দ্বারা; **উত**—নিশ্চিতভাবে; **যস্য**—যার; **মা ভূৎ**—না হতে পারে; **স্বরূপম্**—ভগবানের প্রকৃত রূপ; **গুণ-রূপম্**—তিন গুণ সমন্বিত; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ তৎ**—তা; **সঃ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **গুণ-অপায়**—জড়া প্রকৃতির গুণজাত সব কিছুর বিনাশের কারণ; **বিসর্গ**—এবং সৃষ্টির; **লক্ষণঃ**—প্রতিভাত হয়।

অনুবাদ

জড় শব্দের দ্বারা যা কিছু ব্যক্ত হয়, বুদ্ধির দ্বারা যা কিছু নিরূপিত হয় এবং ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যা কিছু গ্রাহ্য হয় অথবা মনের দ্বারা যা সংকল্পিত হয়, তা সবই জড়া প্রকৃতির গুণের কার্য বলে ভগবানের প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগতের সৃষ্টির অতীত, কারণ তিনি সমস্ত জড় গুণ এবং সৃষ্টির উৎস। সর্বকারণের পরম কারণরূপে তিনি সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন এবং প্রলয়ের পরেও থাকবেন। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

যারা ভগবানের নাম, রূপ, গুণ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করে, তারা কখনও ভগবানকে জানতে পারে না, কারণ তিনি জড় সৃষ্টির অতীত। ভগবান সব কিছুর স্রষ্টা এবং তাই তিনি সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর নাম, রূপ এবং গুণ এই জড় জগতে সৃষ্টি হয়নি; সেগুলি নিত্য চিন্ময়। তাই আমাদের জল্পনা-কল্পনা, বাক্য এবং চিন্তার দ্বারা কখনই ভগবানকে জানা সম্ভব নয়। সেই কথা *অতঃ শ্রীকৃষ্ণ নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ*—শ্লোকটিতে বিশ্লেষিত হয়েছে।

প্রাচেতস বা দক্ষ কোন জড় জগতের ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করেননি, তিনি চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করেছেন। মূর্খ এবং পাষণ্ডীরাই কেবল মনে করে যে, ভগবান এই জড় জগতের সৃষ্টি। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* (৯/১১) ভগবান নিজেই বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

"আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হই, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তারা আমাকে সর্বভূতের মহেশ্বর বলে জানে না।" তাই, ভগবান যার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তার কাছ থেকে এই জ্ঞান প্রাপ্ত হতে হয়। ভগবানের কল্পিত নাম অথবা রূপ সৃষ্টির কোন মূল্য নেই। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য ছিলেন নির্বিশেষবাদী, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বলেছেন, *নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ*—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ এই জড় জগতের ব্যক্তি নন। নারায়ণকে কখনও জড় উপাধি দেওয়া যায় না, যা কতকগুলি মূর্খ মানুষ 'দরিদ্র নারায়ণ' ইত্যাদি বলার মাধ্যমে করে থাকে। নারায়ণ সর্বদাই জড় সৃষ্টির অতীত। তিনি কিভাবে দরিদ্র-নারায়ণ হবেন? দারিদ্র্য কেবল এই জড় জগতেই দেখা যায়। চিৎ-জগতে কোন দারিদ্র্য নেই। তাই এই দরিদ্র-নারায়ণ ধারণাটি নিছক মনগড়া।

দক্ষ অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ইঙ্গিত করেছেন যে, জড় উপাধিগুলি কখনও পরম আরাধ্যতম ভগবানের নাম হতে পারে না—*যদ্ যন্নিরুক্তং বচসা নিরূপিতম্*। *নিরুক্ত* হচ্ছে বৈদিক অভিধান। অভিধানের সংজ্ঞা থেকে কখনও ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ভগবানের উদ্দেশ্যে স্তব করে দক্ষ বলেছেন যে, তিনি চান না যে, কোন জড় নাম অথবা জড় রূপ তাঁর আরাধনার বিষয় হোক। পক্ষান্তরে, তিনি ভগবানের আরাধনা করতে চেয়েছেন, যিনি জড় অভিধান, নাম

ইত্যাদি সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন। *বেদে* প্রতিপন্ন হয়েছে, *যতো বাচ নিবর্তন্তে / অপ্রাপ্য মনসা সহ*—ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদি কোন জড় অভিধানের মাধ্যমে নির্ধারিত করা যায় না। কিন্তু কেউ যখন ভগবানকে জানার চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি জড় এবং চেতন সব কিছু সম্বন্ধে অবগত হন। আর একটি বৈদিক মন্ত্রে তা প্রতিপন্ন হয়েছে—*তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুম্ এতি।* কেউ যদি কোন না কোন ক্রমে, ভগবানের কৃপায়, ভগবানের চিন্ময় স্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন, তা হলে তিনি এই সংসার-চক্র থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে নিত্য আনন্দময় জীবন লাভ করতে পারেন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" কেবল ভগবানকে জানার মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির অতীত হওয়া যায়। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/১/৫) শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে উপদেশ দিয়েছেন—

তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥

"হে ভারত, সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে যে মুক্ত হওয়ার বাসনা করে, তাঁকে অবশ্যই পরমাত্মা, পরম নিয়ন্তা এবং সমস্ত দুঃখ হরণকারী পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ করতে হবে।"

শ্লোক ৩০

যস্মিন্ যতো যেন চ যস্য যস্মৈ
যদ্ যো যথা কুরুতে কার্যতে চ ।
পরাবরেষাং পরমং প্রাক্ প্রসিদ্ধং
তদ্ ব্রহ্ম তদ্ধেতুরনন্যদেকম্ ॥ ৩০ ॥

যস্মিন্—যাতে (পরমেশ্বর ভগবান অথবা পরম ধাম); **যতঃ**—যা হতে (সব কিছু উদ্ভূত হয়); **যেন**—যাঁর দ্বারা (সব কিছু সম্পন্ন হয়); **চ**—ও; **যস্য**—(সব কিছু)

যাঁর; **যস্মৈ**—যাঁকে (সব কিছু নিবেদন করা হয়); **যৎ**—যা; **যঃ**—যিনি; **যথা**—যেমন; **কুরুতে**—করেন; **কার্যতে**—করান; **চ**—ও; **পর-অবরেষাম্**—জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় অস্তিত্বের; **পরমম্**—পরম; **প্রাক্**—আদি; **প্রসিদ্ধম্**—সকলের পরিচিত; **তৎ**—তা; **ব্রহ্ম**—পরমব্রহ্ম; **তৎ হেতুঃ**—সর্বকারণের পরম কারণ; **অনন্যৎ**—অন্য কোন কারণ নেই; **একম্**—এক এবং অদ্বিতীয়।

অনুবাদ

পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুরই পরম আশ্রয় এবং উৎস। সব কিছুই তাঁর দ্বারা সম্পাদিত, সব কিছুই তাঁর এবং সব কিছুই তাঁকে নিবেদন করা হয়। তিনি হচ্ছেন পরম লক্ষ্য, তিনি নিজেই করুন অথবা অন্যদের দিয়েই করান, তিনিই হচ্ছেন পরম কর্তা। উচ্চাবচ বহু কারণ রয়েছে, কিন্তু যেহেতু তিনিই সর্বকারণের পরম কারণ, তাই তিনি পরমব্রহ্ম নামে প্রসিদ্ধ, যিনি সমস্ত কার্য-কারণের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, এবং তাঁর কোন কারণ নেই। আমি তাই তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি কারণ, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—*অহং সর্বস্য প্রভবঃ।* প্রকৃতির গুণের দ্বারা পরিচালিত এই জড় জগৎও ভগবানের সৃষ্টি এবং তাই এই জড় জগতের সঙ্গে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যদি এই জড় জগৎ সর্বকারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবানের শরীরের অঙ্গ না হত, তা হলে তা পূর্ণ হত না। তাই বলা হয়, *বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ* । কেউ যখন জানতে পারেন যে, বাসুদেব হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ, তিনি তখন প্রকৃত মহাত্মায় পরিণত হন।

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/১) ঘোষণা করা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি—অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের কারণ।" পরমব্রহ্ম (*তদ্ ব্রহ্ম*) সর্বকারণের পরম কারণ, কিন্তু তাঁর কোন কারণ নেই। *অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্*—গোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বকারণের আদি কারণ, কিন্তু তাঁর কোন কারণ নেই, যেহেতু তিনি গোবিন্দরূপে নিত্য বিরাজমান। গোবিন্দ তাঁর অসংখ্য রূপ প্রকাশ করেন, কিন্তু

তা সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই এক। সেই কথা মধ্বাচার্য প্রতিপন্ন করেছেন, *অনন্যঃ সদৃশাভাবাদ্ একো রূপাদ্যভেদতঃ*—শ্রীকৃষ্ণের কোন কারণ নেই এবং তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। তিনি এক, কারণ তাঁর স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ রূপ তাঁর থেকে অভিন্ন।

শ্লোক ৩১

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি ।
কুর্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥ ৩১ ॥

যৎ-শক্তয়ঃ—যাঁর অনন্ত শক্তি; **বদতাম্**—বিভিন্ন দর্শন বলে; **বাদিনাম্**—বক্তাদের; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বিবাদ**—বিবাদের; **সংবাদ**—এবং সংবাদের; **ভুবঃ**—কারণ; **ভবন্তি**—হয়; **কুর্বন্তি**—সৃষ্টি করে; **চ**—এবং; **এষাম্**—এই সমস্ত মতবাদের; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **আত্মমোহম্**—আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্তি; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **অনন্ত**—অসীম; **গুণায়**—চিন্ময় গুণ সমন্বিত; **ভূম্নে**—সর্বব্যাপ্ত ভগবানকে।

অনুবাদ

আমি সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি অনন্ত চিন্ময় গুণ সমন্বিত। সমস্ত দার্শনিকদের হৃদয়-অভ্যন্তর থেকে যিনি বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করেন, তাঁরই প্রভাবে তারা তাদের নিজেদের আত্মাকে ভুলে যায় এবং তার ফলে কখনও তাদের মধ্যে বিবাদ হয় আবার কখনও ঐক্য হয়। এইভাবে তিনি এই জড় জগতে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন, যার ফলে তারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

অনাদি কাল ধরে অথবা জড় জগৎ সৃষ্টির সময় থেকে বদ্ধ জীবেরা বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি করেছে, কিন্তু ভক্তেরা জানেন যে, সেই মতবাদের কোনটিই সত্য নয়। সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সম্বন্ধে অভক্তদের বিভিন্ন ধারণা রয়েছে, তাই তাদের বলা হয় বাদী এবং প্রতিবাদী। মহাভারতের বর্ণনা থেকে জানা

যায় যে, নানা মুনির নানা মত—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না ।
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্ ॥

মুনিদের কাজ হচ্ছে অন্য মুনিদের সঙ্গে ভিন্ন মত হওয়া; তা না হলে, পরম কারণ নির্ণয়ের ব্যাপারে এতগুলি বিরুদ্ধ মতবাদ কেন হবে?

দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম কারণ নির্ধারণ করা। সেই সম্বন্ধে *বেদান্ত-সূত্রে* অত্যন্ত সংগতভাবে বলা হয়েছে, *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*—মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম কারণ সম্বন্ধে অবগত হওয়া। ভগবদ্ভক্তেরা স্বীকার করেন যে, পরম কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। এই সিদ্ধান্ত সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে সমর্থিত হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঘোষণা করেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবঃ*—"আমি সব কিছুর উৎস।" সব কিছুর পরম কারণ উপলব্ধি সম্বন্ধে ভগবদ্ভক্তদের কোন সমস্যা নেই, কিন্তু অভক্তদের বহু বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হতে হয়, কারণ সকলেই তার মনগড়া মতবাদ সৃষ্টি করে সেটিকেই সর্বোচ্চ দর্শন বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। ভারতবর্ষে বহু দার্শনিক মতবাদ রয়েছে, যেমন দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, বৈশেষিক, মীমাংসক, মায়াবাদী, স্বভাববাদী ইত্যাদি, এবং তারা একে অপরের বিরোধী। তেমনই, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সৃষ্টি, জীবন, পালন এবং লয় সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকদের বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, সারা পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য দার্শনিক মতবাদ রয়েছে এবং তারা পরস্পর বিবাদমান।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, দর্শনের পরম লক্ষ্য যদি এক হয়, তা হলে এত মতবাদ কেন। নিঃসন্দেহে পরম কারণ এক—যিনি হচ্ছেন পরমব্রহ্ম। সেই সম্বন্ধে অর্জুন *ভগবদ্গীতায়* (১০/১২) শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥

"অর্জুন বললেন—তুমি পরমব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, পরম পুরুষ, নিত্য আদি দেব, অজ ও বিভু।" অভক্ত মনোধর্মীরা কিন্তু সর্বকারণের পরম কারণকে স্বীকার করে না। যেহেতু তারা আত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং বিমোহিত, তাই তাদের কারও কারও আত্মা সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা থাকলেও তাদের মধ্যে স্বভাবতই মতভেদ হয় এবং সেই জন্য তারা চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। এই সমস্ত মনোধর্মী জল্পনাকল্পনা-কারিগণ ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৯-২০) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥

"সেই বিদ্বেষী, ক্রূর এবং নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি। হে অর্জুন, অসুরযোনি প্রাপ্ত হয়ে সেই মূঢ় ব্যক্তিরা জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করতে অক্ষম হয়ে তার থেকেও অধম গতি প্রাপ্ত হয়।" যেহেতু তারা ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, তাই অভক্তেরা জন্ম-জন্মান্তরে আসুরিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। তারা ভগবানের চরণে মহা অপরাধী এবং তাদের সেই অপরাধের ফলে তারা সর্বদা মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। *কুর্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহম্*—ভগবান তাদের অজ্ঞানের অন্ধকারে (*আত্মমোহম্*) আচ্ছন্ন করে রাখেন।

শ্রীল ব্যাসদেবের পিতা পরাশর মুনি ভগবানের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্যবীর্যতেজাংস্যশেষতঃ ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥

আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা ভগবানের চিন্ময় গুণ, রূপ, লীলা, বীর্য, জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, যা সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত (*বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ*)। এই সমস্ত মনোধর্মী মানুষেরা ভগবানের অস্তিত্বের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। *জগদাহুরনীশ্বরম্*—তাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, এই জড় জগতের কোন নিয়ন্তা নেই, এখানে সব কিছু আপনা থেকেই হচ্ছে। এইভাবে তারা জন্ম-জন্মান্তর ধরে অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে এবং সর্বকারণের পরম কারণকে জানতে পারে না। সেই জন্যই এত মনোধর্মী দার্শনিক সম্প্রদায় রয়েছে।

শ্লোক ৩২

অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তুনিষ্ঠয়ো-
রেকস্থয়োর্ভিন্নবিরুদ্ধধর্মণোঃ ।
অবেক্ষিতং কিঞ্চন যোগসাংখ্যয়োঃ
সমং পরং হ্যনুকূলং বৃহত্তৎ ॥ ৩২ ॥

অস্তি—আছে; **ইতি**—এই প্রকার; **ন**—না; **অস্তি**—আছে; **ইতি**—এই প্রকার; **চ**—এবং; **বস্তু-নিষ্ঠয়োঃ**—মূল কারণের জ্ঞান প্রবর্তনকারী; **একস্থয়োঃ**—ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠা করে একই বিষয়বস্তু; **ভিন্ন**—ভিন্ন ভিন্ন; **বিরুদ্ধ-ধর্মণোঃ**—বিরোধী গুণাবলী; **অবেক্ষিতম্**—উপলব্ধি করে; **কিঞ্চন**—কিছু; **যোগ-সাংখ্যয়োঃ**—যোগ এবং সাংখ্য দর্শনের; **সমম্**—সেই; **পরম্**—পরম; **হি**—বস্তুত; **অনুকূলম্**—নিবাসস্থান; **বৃহৎ তৎ**—সেই পরম কারণ।

অনুবাদ

দুটি পক্ষ রয়েছে—আস্তিক এবং নাস্তিক। আস্তিকেরা, যারা পরমাত্মাকে বিশ্বাস করে, তারা যোগের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক কারণের অনুসন্ধান করে। কিন্তু সাংখ্যবাদীরা, যারা কেবল জড় উপাদানের বিশ্লেষণ করে, তারা নির্বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে ভগবান, পরমাত্মা এমন কি ব্রহ্মকেও পরম কারণরূপে স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে, তারা জড়া প্রকৃতির অনাবশ্যক বহিরঙ্গা ক্রিয়াকলাপে মগ্ন থাকে। কিন্তু, চরমে উভয় পক্ষই এক পরম সত্যকে স্বীকার করে, কারণ বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণ করলেও তাদের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই পরম কারণ। তারা উভয়েই সেই পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। সেই পরমব্রহ্মকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে এই বিচারের দুটি পক্ষ রয়েছে। কেউ বলে যে, পরম সত্য নিরাকার এবং অন্যেরা বলে যে, পরম সত্য সাকার। তাই উভয় ক্ষেত্রেই 'আকার' মূল বিষয় হওয়ার ফলে, উভয় আলোচনার বিষয়বস্তু এক, যদিও কেউ তার অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং অন্যেরা করে না। ভক্তেরা যেহেতু বিবেচনা করেন যে, উভয় ক্ষেত্রেই 'আকার'-এর প্রশ্ন রয়েছে, এবং তাই তাঁরা সেই আকারের উদ্দেশ্যে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেন। অন্যেরা পরমতত্ত্বের আকার আছে কি নেই, তা নিয়ে তাঁদের তর্ক চালিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু ভক্তরা সেইভাবে তাঁদের কালক্ষয় করেন না।

এই শ্লোকে *যোগসাংখ্যয়োঃ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *যোগ* মানে হচ্ছে ভক্তিযোগ, কারণ যোগীরাও সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মাকে স্বীকার করেন এবং তাঁদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে সেই পরমাত্মাকে দর্শন করার চেষ্টা করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১২/১৩/১) বর্ণনা করা হয়েছে—*ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ*। ভক্তেরা সরাসরিভাবে ভগবানের সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করেন, কিন্তু

যোগীরা ধ্যানের মাধ্যমে তাঁদের হৃদয়ে পরমাত্মাকে খোঁজার চেষ্টা করেন। এইভাবে, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে, যোগের অর্থ হচ্ছে ভক্তিযোগ। কিন্তু সাংখ্য মানে হচ্ছে মনোধর্মী জ্ঞানের মাধ্যমে সৃষ্টির ভৌতিক বিশ্লেষণ। তা সাধারণত জ্ঞানশাস্ত্র নামে পরিচিত। সাংখ্যবাদীরা নির্বিশেষ ব্রহ্মে আসক্ত। কিন্তু পরম সত্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে*—পরম সত্য এক, কিন্তু কেউ তাঁকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, কেউ সর্বান্তর্যামী পরমাত্মা এবং কেউ তাঁকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান বলে স্বীকার করেন। কিন্তু মূল বিষয় হচ্ছে পরম সত্য।

নির্বিশেষবাদী এবং সর্বেশ্বরবাদীরা যদিও পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করে, তবু তারা সেই এক পরমব্রহ্ম বা পরম সত্যেরই উপাসক। যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*কৃষ্ণং পিশঙ্গাম্বরম্ অম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্* । এইভাবে ভগবানের দেহের সৌন্দর্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং বসন-ভূষণের সৌন্দর্য বর্ণনা করা হয়েছে। সাংখ্য শাস্ত্রে কিন্তু ভগবানের চিন্ময় রূপের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। সাংখ্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সেই পরম সত্যের হাত নেই, পা নেই এবং নাম নেই—*হ্যনামরূপগুণপাণিপাদম্ অচক্ষুরশ্রোত্রম্ একম্ অদ্বিতীয়ম্ অপি নামরূপাদিকং নাস্তি* । বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে, *অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা*—সেই পরমব্রহ্মের হাত নেই, পা নেই, কিন্তু তবুও তাঁর উদ্দেশ্যে যা কিছু নিবেদন করা হয়, তা তিনি গ্রহণ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের উক্তির মাধ্যমে স্বীকার করা হয় যে, সেই পরম সত্যের হাত আছে, পা আছে, কিন্তু তাঁর সেই হাত পা জড় নয়। এই পরমতত্ত্বকে বলা হয় অপ্রাকৃত। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রয়েছে, কিন্তু সেই রূপ জড় নয়, তা নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। সাংখ্যবাদী বা জ্ঞানীরা ভগবানের জড়রূপ অস্বীকার করে, আবার ভক্তেরা ভালভাবেই জানেন যে, পরম সত্য ভগবানের কোন জড় রূপ নেই।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি—অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের কারণ।" ব্রহ্মের হাত-পা রয়েছে এবং ব্রহ্মের হাত-পা নেই, এই মতবাদ দুটি আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী হলেও তারা উভয়েই ব্রহ্মকে নিয়েই বিচার করছে। তাই এখানে ব্যবহৃত *বস্তুনিষ্ঠয়োঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, যোগী এবং সাংখ্য উভয়েই বাস্তবকে বিশ্বাস করে। কিন্তু তাদের তর্কের কারণ হচ্ছে যে, তারা জড় এবং চিন্ময় এই দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁকে দর্শন করছে। পরব্রহ্ম বা বৃহৎ হচ্ছে উভয়েরই বিষয়বস্তু। সাংখ্য জ্ঞানী এবং যোগী উভয়েই সেই ব্রহ্মে অবস্থিত, কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দর্শন করছে বলে তাদের এই মতভেদ।

ভক্তিশাস্ত্রে যে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হয়েছে, সেটিই হচ্ছে প্রকৃত সিদ্ধান্ত, কারণ *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, *ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি*—"ভক্তির দ্বারাই কেবল আমাকে জানা যায়।" ভক্তেরা জানেন যে, পরমব্রহ্মের কোন জড় রূপ নেই, কিন্তু জ্ঞানীরা কেবল জড় রূপকে অস্বীকার করে। তাই ভক্তিমার্গের আশ্রয় অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য; তা হলে সব কিছুই স্পষ্ট হয়ে যাবে। জ্ঞানীরা ভগবানের বিরাটরূপের ধ্যান করে। প্রাথমিক স্তরে সেটি করা ভাল, কারণ যারা ঘোর জড়বাদী, তারা শুরুতে সেই বিরাটরূপের মাধ্যমে ভগবানকে জানতে চেষ্টা করে, কিন্তু সব সময়ই বিরাটরূপের চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। অর্জুনকে যখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিরাটরূপ প্রদর্শন করেছিলেন, তখন অর্জুন তা দর্শন করেছিলেন, কিন্তু অর্জুন তা সব সময় দর্শন করতে চাননি। তাই তিনি ভগবানের কাছে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর আদি দ্বিভুজ কৃষ্ণরূপ প্রদর্শন করতে। মূলত, যাঁরা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁরা ভগবানের চিন্ময় রূপের (*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*) উপর ভগবদ্ভক্তদের ধ্যানে কোন বৈষম্য দেখেন না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন যে, নির্বোধ অভক্তেরা মনে করে, তাদের সিদ্ধান্তই হচ্ছে চরম কিন্তু ভক্তেরা যেহেতু পূর্ণ তত্ত্ববেত্তা, তাই তাঁরা বুঝতে পারেন যে, দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যের ফলে দর্শনের তারতম্য হয়, কিন্তু চরম লক্ষ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ৩৩

যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল-
মনামরূপো ভগবাননন্তঃ ।
নামানি রূপাণি চ জন্মকর্মভি-
র্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু ॥ ৩৩ ॥

যঃ—যিনি (পরমেশ্বর ভগবান); **অনুগ্রহার্থম্**—তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; **ভজতাম্**—নিরন্তর সেবা রত ভক্তদের প্রতি; **পাদ-মূলম্**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে; **অনাম**—যাঁর কোন জড় নাম নেই; **রূপঃ**—অথবা জড় রূপ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনন্তঃ**—অসীম, সর্বব্যাপ্ত এবং নিত্য; **নামানি**—দিব্য নাম; **রূপাণি**—তাঁর চিন্ময় রূপ; **চ**—ও; **জন্ম-কর্মভিঃ**—তাঁর দিব্য জন্ম এবং কর্মসহ; **ভেজে**—প্রকাশিত হন; **সঃ**—তিনি; **মহ্যম্**—আমার প্রতি; **পরমঃ**—পরম; **প্রসীদতু**—প্রসন্ন হন।

অনুবাদ

অচিন্ত্য ঐশ্বর্যসম্পন্ন ভগবান জড় নাম, রূপ এবং কার্যকলাপ রহিত। তিনি সর্বব্যাপ্ত এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবারত ভক্তদের প্রতি বিশেষভাবে কৃপাময়। তাই তিনি তাঁর ভক্তদের কাছে তাঁর বিবিধ লীলার মাধ্যমে তাঁর চিন্ময় নাম এবং রূপ প্রকাশ করেন। সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

এখানে বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ *অনামরূপঃ* শব্দটি প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন, *প্রাকৃত-নাম-রূপ-রহিতোঽপি*। *অনাম* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবানের কোন জড় নাম নেই। অজামিল তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে নারায়ণ নাম উচ্চারণের ফলে মুক্তি লাভ করেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, নারায়ণ কোন জড় নাম নয়, তা জড়াতীত। তাই *অনাম* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের নাম এই জড় জগতের বস্তু নয়। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন জড় শব্দ নয় এবং তেমনই ভগবানের রূপ, তাঁর আবির্ভাব ও কার্যকলাপ সবই চিন্ময়। তাঁর ভক্তদের প্রতি এবং এমন কি অভক্তদের প্রতিও তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতে আবির্ভূত হয়ে তাঁর চিন্ময় নাম, রূপ ও লীলা প্রদর্শন করেন। যে সমস্ত নির্বোধ মানুষেরা তা বুঝতে পারে না, তারা মনে করে যে ভগবানের নাম, রূপ এবং লীলা জড়, এবং তাই তারা তাঁর নাম এবং রূপকে অস্বীকার করে।

অভক্তদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, ভগবানের কোন নাম নেই এবং ভক্তদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে ভগবানের নাম জড় নয়। এই দুটি সিদ্ধান্ত যদি গভীরভাবে বিচার করা যায়, তা হলে দেখা যায় যে, এই দুটি সিদ্ধান্তই বস্তুতপক্ষে এক। পরমেশ্বর ভগবানের কোন জড় নাম, রূপ, জন্ম, আবির্ভাব বা তিরোভাব নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৬) বলা হয়েছে—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

ভগবান যদিও অজ এবং তাঁর শরীরে কখনও কোন ভৌতিক পরিবর্তন হয় না, তবুও তিনি শুদ্ধসত্ত্বে বিরাজ করে অবতরণ করেন। এইভাবে তিনি তাঁর দিব্য রূপ, নাম এবং কার্যকলাপ প্রদর্শন করেন। সেটি তাঁর ভক্তদের প্রতি তাঁর বিশেষ কৃপা। অন্যেরা ভগবানের রূপ আছে কি নেই তা নিয়ে তর্ক করতে পারে, কিন্তু

ভক্ত যখন ভগবানের কৃপার প্রভাবে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করেন, তখন তিনি চিন্ময় আনন্দে মগ্ন হন।

বুদ্ধিহীন মানুষেরা বলে যে, ভগবান কোন কিছু করেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর করণীয় কিছু নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে সব কিছু করতে হয়, কারণ তাঁর অনুমোদন ব্যতীত কেউই কোন কিছু করতে পারে না। তিনি যে কিভাবে কার্য করেন এবং তাঁরই পরিচালনায় সমগ্র জড়া প্রকৃতি যে কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তা বুদ্ধিহীন মানুষেরা বুঝতে পারে না। তাঁর বিভিন্ন শক্তি নিখুঁতভাবে কার্য করে চলে।

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

(*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/৮)

তাঁর করণীয় কিছু নেই, কারণ যেহেতু তাঁর শক্তিগুলি পূর্ণ, তাই তাঁর ইচ্ছা মাত্রই সব কিছু তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হয়ে যায়। যাদের কাছে ভগবান প্রকাশিত নন, তারা দেখতে পায় না কিভাবে তিনি কার্য করেন, এবং তাই তারা মনে করে যে, যদি ভগবান থাকেনও তবুও তাঁর করণীয় কিছু নেই অথবা তাঁর কোন বিশেষ নাম নেই।

প্রকৃতপক্ষে ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপের জন্য তাঁর নাম পূর্বেই রয়েছে। ভগবানকে কখনও কখনও বলা হয় *গুণ-কর্ম-নাম*, কারণ তাঁর চিন্ময় কার্যকলাপ অনুসারে তাঁর নামকরণ হয়। যেমন, *কৃষ্ণ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সর্বাকর্ষক'। এটি ভগবানের নাম, কারণ তাঁর চিন্ময় গুণাবলী তাঁকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে। একটি শিশুরূপে তিনি গিরি-গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন এবং তাঁর শৈশবে তিনি বহু অসুরদের সংহার করেছিলেন। এই সমস্ত কার্যকলাপ অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং তাই তাঁকে কখনও কখনও গিরিধারী, মধুসূদন, অঘনিসূদন ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা হয়। যেহেতু তিনি নন্দ মহারাজের পুত্ররূপে লীলাবিলাস করেছিলেন, তাই তাঁর নাম নন্দতনুজ। এই সমস্ত নামগুলি চিরকালই রয়েছে, কিন্তু যেহেতু অভক্তেরা ভগবানের নাম বুঝতে পারে না, তাই তাঁকে কখনও কখনও *অনাম* বলা হয়। তার অর্থ হচ্ছে যে, তাঁর কোন জড় নাম নেই। তাঁর সমস্ত কার্যকলাই চিন্ময় এবং তাই তিনি চিন্ময় নাম সমন্বিত।

সাধারণত, বুদ্ধিহীন মানুষেরা মনে করে যে, ভগবানের কোন রূপ নেই। তাই তিনি তাঁর আদি *সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ* কৃষ্ণস্বরূপে আবির্ভূত হয়ে সাধুদের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য (*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*) লীলাবিলাস করেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করেন। সেটি তাঁর কৃপা। যারা মনে করে যে, তাঁর কোন রূপ নেই এবং করণীয় কোন কার্য নেই, কিন্তু তাঁর রূপ এবং করণীয় কার্য যে রয়েছে, তাদের কাছে তা প্রদর্শন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আসেন। তিনি এমনই মহিমান্বিতভাবে কার্যকলাপ করেন যে, সেই প্রকার অসাধারণ কার্য অন্য কেউ করতে পারে না। যদিও তিনি একজন মানুষের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন, তবুও তিনি ১৬,১০৮ মহিষী বিবাহ করেছিলেন, যা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ভগবান এইভাবে কার্যকলাপ করেন, যাতে মানুষ বুঝতে পারে তিনি কত মহান, কত কৃপাময়, কত স্নেহপরায়ণ। যদিও তাঁর আদি নাম কৃষ্ণ (*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*), তবুও তিনি অনন্তভাবে কার্য করেন এবং তাই তাঁর কার্যকলাপ অনুসারে তাঁর অনন্ত নাম রয়েছে।

শ্লোক ৩৪

যঃ প্রাকৃতৈর্জ্ঞানপথৈর্জনানাং
যথাশয়ং দেহগতো বিভাতি ।
যথানিলঃ পার্থিবমাশ্রিতো গুণং
স ঈশ্বরো মে কুরুতাং মনোরথম্ ॥ ৩৪ ॥

যঃ—যিনি; **প্রাকৃতৈঃ**—নিম্ন স্তরের; **জ্ঞান-পথৈঃ**—উপাসনা মার্গের দ্বারা; **জনানাম্**—জীবদের; **যথা-আশয়ম্**—বাসনা অনুসারে; **দেহ-গতঃ**—হৃদয়ে অবস্থিত; **বিভাতি**—প্রকাশিত হন; **যথা**—যেমন; **অনিলঃ**—বায়ু; **পার্থিবম্**—পৃথিবীর; **আশ্রিতঃ**—প্রাপ্ত হয়ে; **গুণম্**—গুণ (যেমন গন্ধ এবং বর্ণ); **সঃ**—তিনি; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **মে**—আমার; **কুরুতাম্**—পূর্ণ করুন; **মনোরথম্**—(ভগবদ্ভক্তির) বাসনা।

অনুবাদ

বায়ু যেমন ফুলের গন্ধ গ্রহণ করে সেই গন্ধবিশিষ্ট হয় অথবা ধূলি মিশ্রিত হয়ে সেই বর্ণবিশিষ্ট হয়, তেমনই ভগবানও জীবের বাসনা অনুসারে নিম্ন স্তরের উপাসনা মার্গে, তাঁর আদি রূপে প্রকাশিত না হয়ে দেবতারূপে প্রকাশিত হন। সেই সমস্ত অন্য রূপের কি প্রয়োজন? আদি পুরুষ ভগবান কৃপাপূর্বক আমার বাসনা পূর্ণ করুন।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদীরা বিভিন্ন দেবতাদের ভগবানের রূপ বলে কল্পনা করে। যেমন, মায়াবাদীরা পাঁচজন দেবতার উপাসনা করে (*পঞ্চোপাসনা*)। তারা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের রূপে বিশ্বাস করে না, কিন্তু পূজা করার জন্য তারা ভগবানের রূপ কল্পনা করে। সাধারণত তারা বিষ্ণু, শিব, গণেশ, সূর্য এবং দুর্গা—এই পাঁচটি রূপের কল্পনা করে। দক্ষ কিন্তু কোন কল্পিত রূপের উপাসনা করতে চাননি, তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম স্বরূপের উপাসনা করতে চেয়েছিলেন।

সেই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর পরমেশ্বর ভগবান এবং সাধারণ জীবের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। যা পূর্ববর্তী একটি শ্লোকে সূচিত হয়েছে, *সর্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো ন বেদ সর্বজ্ঞমনন্তমীড়ে*—সর্বশক্তিমান ভগবান সর্বজ্ঞ, কিন্তু জীব ভগবানকে প্রকৃতপক্ষে জানে না। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, "আমি সব কিছু জানি কিন্তু কেউ আমাকে জানে না।" এটিই ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে পার্থক্য। *শ্রীমদ্ভাগবতে* কুন্তীদেবী তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন, "হে ভগবান, আপনি সব কিছুর অন্তরে এবং বাইরে রয়েছেন, তবুও কেউই আপনাকে দেখতে পায় না।"

বদ্ধ জীবেরা তাদের মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা অথবা কল্পনার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। তাই ভগবানের কৃপার দ্বারাই ভগবানকে জানতে হয়। তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, কিন্তু জল্পনা-কল্পনার দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/২৯) উল্লেখ করা হয়েছে—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥

"হে ভগবান, কেউ যদি আপনার শ্রীপাদপদ্মের কৃপালেশের দ্বারা অনুগৃহীত হন, তা হলে তিনি আপনার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু যারা অনুমান করে, তারা বহু বছর ধরে বেদ অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও, আপনাকে জানতে পারে না।"

এটিই হচ্ছে শাস্ত্রের উক্তি। কোন মানুষ মস্ত বড় দার্শনিক হতে পারে এবং পরম সত্যের রূপ ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমান করতে পারে, কিন্তু সে কখনও সেই সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। *সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ* —ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। সেই

কথা ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৫৫) বিশ্লেষণ করেছেন। *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*—"ভক্তির দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়।" বুদ্ধিহীন মানুষেরা ভগবানের রূপের কল্পনা করে অথবা মনগড়া একটি রূপ সৃষ্টি করে, কিন্তু ভক্তেরা প্রকৃত ভগবানের আরাধনা করতে চান। তাই দক্ষ প্রার্থনা করেছেন, "কেউ আপনাকে সবিশেষ, নির্বিশেষ অথবা কল্পিত বলে মনে করতে পারে, কিন্তু আমি কেবল আপনার কাছে প্রার্থনা করি যে, আপনার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করার জন্য আমার বাসনা আপনি পূর্ণ করুন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, এই শ্লোকটি বিশেষ করে নির্বিশেষবাদীদের জন্য, যারা মনে করে যে, তারাই হচ্ছে ভগবান, কারণ তাদের ধারণা অনুসারে জীব এবং ঈশ্বরে কোন ভেদ নেই। মায়াবাদীরা মনে করে যে, পরম সত্য এক এবং তারাও হচ্ছে পরম সত্য। প্রকৃতপক্ষে এটি জ্ঞান নয়, এটি হচ্ছে মূর্খতা এবং এই শ্লোকটি বিশেষ করে সেই সমস্ত মূর্খদের জন্য, যাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে (*মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ*)। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, এই প্রকার *জ্ঞানিমানিনঃ* ব্যক্তিরা নিজেদের অত্যন্ত উন্নত বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা এক-একটি মহামূর্খ। এই শ্লোকটি প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

স্বদেহস্থং হরিং প্রাহুরধমা জীবমেব তু ।
মধ্যমাশ্চপ্যনির্ণীতং জীবাদ্ভিন্নং জনার্দনম্ ॥

তিন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে—অধম, মধ্যম এবং উত্তম। অধমেরা মনে করে যে, জীব উপাধিযুক্ত এবং পরম সত্য উপাধিমুক্ত, এ ছাড়া আর তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাদের মতে জীব যখন জড় দেহের উপাধি থেকে মুক্ত হয়, তখন সে ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। তারা *ঘটাকাশ-পটাকাশ*-এর উদাহরণ দেয়, যাতে শরীরের তুলনা করা হয় একটি ঘটের সঙ্গে যার ভিতরে আকাশ এবং বাইরেও আকাশ। যখন সেই ঘটটি ভেঙ্গে যায়, তখন তার ভিতরের আকাশ বাইরের আকাশের সঙ্গে এক হয়ে যায়, এবং তাই নির্বিশেষবাদীরা বলে যে, জীব ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। তাদের এই যুক্তি খণ্ডন করে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন যে, অধম স্তরের মানুষেরা এই প্রকার যুক্তি উত্থাপন করে। অন্য আর এক শ্রেণীর মানুষ নির্ণয় করতে পারে না ভগবানের প্রকৃত রূপ কি রকম, কিন্তু তারা স্বীকার করে যে, ভগবান জীবের সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন। এই প্রকার দার্শনিকদের মধ্যম বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু উত্তম হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা ভগবানকে *সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে* জানেন। *পূর্ণানন্দাদিগুণকং সর্বজীব-বিলক্ষণম্*—তাঁর রূপ

সর্বতোভাবে চিন্ময় ও আনন্দময় এবং তা সমস্ত জীবদের থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। *উত্তমাস্তু হরিং প্রাহুস্তারতম্যেন তেষু চ*—এই প্রকার দার্শনিকেরা হচ্ছেন উত্তম, কারণ তাঁরা জানেন যে, ভগবান জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুসারে উপাসকের কাছে বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। তাঁরা জানেন যে, বদ্ধ জীবদের পরম শক্তিতে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়ে, তাদের পূজায় অনুপ্রাণিত করার জন্য তেত্রিশ কোটি দেবতা রয়েছেন। শ্রদ্ধা সহকারে সেই সমস্ত দেবতাদের পূজা করতে করতে জীব অবশেষে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানতে সমর্থ হন। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়*—"আমার থেকে পরতর সত্য আর কিছু নেই।" *অহম্ আদির্হি দেবানাম্*—"আমিই সমস্ত দেবতাদের আদি উৎস।" *অহং সর্বস্য প্রভবঃ* —"আমি সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ এবং এমন কি ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য সমস্ত দেবতাদের থেকেও।" এইগুলি হচ্ছে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং যাঁরা এই সমস্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন, তাঁরাই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক। এই প্রকার দার্শনিকেরা পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত দেবতাদেরও ঈশ্বর বলে জানেন (*দেবদেবেশ্বরং সূত্রমানন্দং প্রাণবেদিনঃ*)।

শ্লোক ৩৫-৩৯

শ্রীশুক উবাচ

ইতি স্তুতঃ সংস্তুবতঃ স তস্মিন্নঘমর্ষণে ।
প্রাদুরাসীৎ কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥ ৩৫ ॥
কৃতপাদঃ সুপর্ণাংসে প্রলম্বাষ্টমহাভুজঃ ।
চক্রশঙ্খাসিচর্মেষুধনুঃপাশগদাধরঃ ॥ ৩৬ ॥
পীতবাসা ঘনশ্যামঃ প্রসন্নবদনেক্ষণঃ ।
বনমালানিবীতাঙ্গো লসচ্ছ্রীবৎসকৌস্তুভঃ ॥ ৩৭ ॥
মহাকিরীটকটকঃ স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ ।
কাঞ্চ্যঙ্গুলীয়বলয়নূপুরাঙ্গদভূষিতঃ ॥ ৩৮ ॥
ত্রৈলোক্যমোহনং রূপং বিভ্রৎ ত্রিভুবনেশ্বরঃ ।
বৃতো নারদনন্দাদ্যৈঃ পার্ষদৈঃ সুরযূথপৈঃ ।
স্তূয়মানোঽনুগায়দ্ভিঃ সিদ্ধগন্ধর্বচারণৈঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **স্তুতঃ**—বন্দিত হয়ে; **সংস্তুবতঃ**—স্তুয়মান দক্ষের; **সঃ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **তস্মিন্**—সেই; **অঘমর্ষণে**—অঘমর্ষণ নামক পবিত্র তীর্থে; **প্রাদুরাসীৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **কুরু-শ্রেষ্ঠ**—হে কুরু-কুলতিলক; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভক্ত-বৎসলঃ**—যিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু; **কৃত-পাদঃ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্থাপিত হয়েছিল; **সুপর্ণ-অংশে**—তাঁর বাহন গরুড়ের স্কন্ধে; **প্রলম্ব**—অতি দীর্ঘ; **অষ্ট-মহাভুজঃ**—অষ্ট বাহু সমন্বিত; **চক্র**—চক্র; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **অসি**—তরবারি; **চর্ম**—ঢাল; **ইষু**—বাণ; **ধনুঃ**—ধনুক; **পাশ**—রজ্জু; **গদা**—গদা; **ধরঃ**—ধারণ করে; **পীত-বাসাঃ**—পীত বসন পরিহিত; **ঘন-শ্যামঃ**—যাঁর অঙ্গকান্তি ঘন নীল-শ্যামল; **প্রসন্ন**—অত্যন্ত হর্ষযুক্ত; **বদন**—মুখমণ্ডল; **ঈক্ষণঃ**—এবং নয়ন; **বন-মালা**—বনফুলের মালার দ্বারা; **নিবীত-অঙ্গঃ**—কণ্ঠ থেকে পা পর্যন্ত যাঁর শরীর অলঙ্কৃত; **লসৎ**—উজ্জ্বল; **শ্রীবৎস-কৌস্তুভঃ**—কৌস্তুভ মণি এবং শ্রীবৎস চিহ্ন; **মহা-কিরীট**—অতি সুন্দর মুকুটের; **কটকঃ**—মণ্ডল; **স্ফুরৎ**—ঝলমল করছে; **মকর-কুণ্ডলঃ**—মকর আকৃতির কর্ণকুণ্ডল; **কাঞ্চী**—কোমরবন্ধ; **অঙ্গুলীয়**—আংটি; **বলয়**—কঙ্কন; **নূপুর**—নূপুর; **অঙ্গদ**—বাজুবন্ধ; **ভূষিতঃ**—অলঙ্কৃত; **ত্রৈলোক্য-মোহনম্**—ত্রিলোক মোহনকারী; **রূপম্**—তাঁর দেহ-সৌষ্ঠব; **বিভ্রৎ**—উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত; **ত্রি-ভুবন**—ত্রিলোকের; **ঈশ্বরঃ**—পরম ঈশ্বর; **বৃতঃ**—পরিবৃত; **নারদ**—নারদ; **নন্দ-আদ্যৈঃ**—এবং নন্দ আদি অন্যান্য মহান ভক্তদের দ্বারা; **পার্ষদৈঃ**—যাঁরা তাঁর নিত্য পার্ষদ; **সুর-যূথপৈঃ**—শ্রেষ্ঠ দেবতাদের দ্বারা; **স্তূয়মানঃ**—স্তব করছিলেন; **অনুগায়দ্ভিঃ**—এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করছিলেন; **সিদ্ধ-গন্ধর্ব-চারণৈঃ**—সিদ্ধ, গন্ধর্ব এবং চারণদের দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ,দক্ষের প্রার্থনায় ভক্তবৎসল ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং অঘমর্ষণ নামক পবিত্র স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর শ্রীপাদপদ্ম তাঁর বাহন গরুড়ের স্কন্ধে বিন্যস্ত এবং তাঁর অষ্ট মহাভুজ আজানুলম্বিত। সেই আট হাতে তাঁর শঙ্খ, চক্র, অসি, চর্ম, বাণ, ধনুক, পাশ এবং গদা—এই আটটি অস্ত্র উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছিল। তাঁর পরণে ছিল পীত বসন এবং অঙ্গকান্তি ঘনশ্যাম। তাঁর নয়ন ও বদন অত্যন্ত প্রসন্ন এবং তাঁর কণ্ঠে আপাদ-বিলম্বিত বনমালা। তাঁর বক্ষ কৌস্তুভ মণি এবং শ্রীবৎস চিহ্নের দ্বারা অলঙ্কৃত। তাঁর মস্তকে মহা উজ্জ্বল কিরীটমণ্ডল এবং তাঁর কর্ণযুগল মকর-কুণ্ডলের দ্বারা অলঙ্কৃত। এই সমস্ত অলঙ্কার অলৌকিক সৌন্দর্য

সমন্বিত ছিল। তাঁর কটিদেশে ছিল স্বর্ণমেখলা, মণিবন্ধে বলয়, বাহুতে অঙ্গদ, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় এবং চরণযুগলে নূপুর। এইভাবে অলঙ্কারে বিভূষিত অখিল জগতের প্রভু শ্রীহরি ত্রিলোক বিমোহনকারী পুরুষোত্তমরূপে নারদ ও নন্দ আদি পার্ষদসমূহ, ইন্দ্র আদি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁর উভয় পার্শ্বে ও পশ্চাতে থেকে স্তব পাঠ এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করছিলেন।

শ্লোক ৪০

রূপং তন্মহদাশ্চর্যং বিচক্ষ্যাগতসাধ্বসঃ ।
ননাম দণ্ডবদ্ ভূমৌ প্রহৃষ্টাত্মা প্রজাপতিঃ ॥ ৪০ ॥

রূপম্—দিব্য রূপ; **তৎ**—তা; **মহৎ-আশ্চর্যম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **বিচক্ষ্য**—দর্শন করে; **আগত-সাধ্বসঃ**—প্রথমে ভীত হয়ে; **ননাম**—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **দণ্ডবৎ**—দণ্ডের মতো; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **প্রহৃষ্ট-আত্মা**—দেহ, মন এবং আত্মায় প্রসন্ন হয়ে; **প্রজাপতিঃ**—প্রজাপতি দক্ষ।

অনুবাদ

ভগবানের সেই পরম আশ্চর্য জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করে প্রজাপতি দক্ষ প্রথমে একটু ভীত হয়েছিলেন, কিন্তু তারপর অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়ে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

ন কিঞ্চনোদীরয়িতুমশকৎ তীব্রয়া মুদা ।
আপূরিতমনোদ্বারৈর্হ্রদিন্য ইব নির্ঝরৈঃ ॥ ৪১ ॥

ন—না; **কিঞ্চন**—কোন কিছু; **উদীরয়িতুম্**—বলতে; **অশকৎ**—সমর্থ ছিলেন; **তীব্রয়া**—অত্যন্ত; **মুদা**—আনন্দ; **আপূরিত**—পূর্ণ; **মনঃ-দ্বারৈঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **হ্রদিন্যঃ**—নদী; **ইব**—সদৃশ; **নির্ঝরৈঃ**—ঝর্ণার দ্বারা।

অনুবাদ

ঝর্ণার জলপ্রবাহে নদী যেমন পূর্ণ হয়, তেমনই অত্যন্ত আনন্দে দক্ষের ইন্দ্রিয়গুলি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তার ফলে দক্ষ কিছুই বলতে পারলেন না। তিনি কেবল ভূমিতে দণ্ডবৎ পড়ে রইলেন।

তাৎপর্য

কেউ যখন সত্য-সত্যই ভগবানকে উপলব্ধি করেন বা দর্শন করেন, তখন তিনি পরম আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন। যেমন, ধ্রুব মহারাজ যখন ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, *স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে*—"হে প্রভু, আপনার কাছে আমি আর কিছুই চাই না। এখন আমি সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছি।" তেমনই, প্রজাপতি দক্ষ যখন ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছিলেন, তখন তিনি দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং কিছুই বলতে পারেননি।

শ্লোক ৪২

তং তথাবনতং ভক্তং প্রজাকামং প্রজাপতিম্ ।
চিত্তজ্ঞঃ সর্বভূতানামিদমাহ জনার্দনঃ ॥ ৪২ ॥

তম্—প্রজাপতি দক্ষকে; **তথা**ঃ—সেইভাবে; **অবনতম্**—তাঁর সম্মুখে প্রণত; **ভক্তম্**—মহান ভক্ত; **প্রজাকামম্**—প্রজা বৃদ্ধির বাসনায়; **প্রজাপতিম্**—প্রজাপতি দক্ষকে; **চিত্তজ্ঞঃ**—যিনি হৃদয়ের ভাব বুঝতে পারেন; **সর্বভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **ইদম্**—এই; **আহ**—বলেছিলেন; **জনার্দনঃ**—পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সকলের বাসনা পূর্ণ করতে পারেন।

অনুবাদ

প্রজাপতি দক্ষ কিছু না বলতে পারলেও, সর্বভূতের অন্তর্যামী ভগবান তাঁর ভক্তকে প্রজাবৃদ্ধির বাসনায় তাঁর সম্মুখে সেইভাবে প্রণত দেখে, তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন।

শ্লোক ৪৩

শ্রীভগবানুবাচ

প্রাচেতস মহাভাগ সংসিদ্ধস্তপসা ভবান্ ।
যচ্ছ্রদ্ধয়া মৎপরয়া ময়ি ভাবং পরং গতঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **প্রাচেতস**—হে প্রাচেতস; **মহাভাগ**—অত্যন্ত সৌভাগ্যবান; **সংসিদ্ধঃ**—সিদ্ধিপ্রাপ্ত; **তপসা**—তোমার তপস্যার দ্বারা; **ভবান্**—তুমি; **যৎ**—যেহেতু; **শ্রদ্ধয়া**—গভীর শ্রদ্ধার দ্বারা; **মৎ-পরয়া**—যার লক্ষ্য আমি; **ময়ি**—আমাতে; **ভাবম্**—ভক্তি; **পরম্**—পরম; **গতঃ**—প্রাপ্ত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে মহাভাগ্যবান প্রাচেতস, যেহেতু তুমি আমার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ, তাই আমার প্রতি তুমি পরম ভক্তি লাভ করেছ। প্রকৃতপক্ষে, তোমার পরম ভক্তিযুক্ত তপস্যার প্রভাবে তোমার জীবন এখন পূর্ণরূপে সফল হয়েছে। তুমি পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছ।

তাৎপর্য

ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৫) বলেছেন, পরমেশ্বর ভগবানকে জানার সৌভাগ্য যখন কেউ অর্জন করেন, তখন তিনি পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মনঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥

"যাঁরা ভক্তিপরায়ণ যোগী, সেই মহাত্মাগণ আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেননা তাঁরা সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছেন।" তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে কেবল ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে সেই পরম সিদ্ধি লাভের পথ অনুসরণ করার শিক্ষা দিচ্ছে।

শ্লোক ৪৪

প্রীতোঽহং তে প্রজানাথ যত্তেঽস্যোদ্বৃংহণং তপঃ ।
মমৈষ কামো ভূতানাং যদ্ ভূয়াসুর্বিভূতয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

প্রীতঃ—অত্যন্ত প্রসন্ন; **অহম্**—আমি; **তে**—তোমার প্রতি; **প্রজা-নাথ**—হে প্রজাপতি; **যৎ**—যেহেতু; **তে**—তোমার; **অস্য**—এই জড় জগতের; **উদ্বৃংহণম্**—বৃদ্ধিকর; **তপঃ**—তপস্যা; **মম**—আমার; **এষঃ**—এই; **কামঃ**—বাসনা; **ভূতানাম্**—জীবদের; **যৎ**—যা; **ভূয়াসুঃ**—হতে পারে; **বিভূতয়ঃ**—সর্বতোভাবে উন্নতি।

অনুবাদ

হে প্রজাপতি দক্ষ, তুমি বিশ্ব সংসারের মঙ্গল এবং বৃদ্ধি সাধনের জন্য কঠোর তপস্যা করেছ। আমিও চাই যে, এই জগতের সকলেই সুখী হোক। তুমি যেহেতু সারা জগতের মঙ্গল সাধন করে আমার বাসনা পূর্ণ করার চেষ্টা করছ, তাই আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।

তাৎপর্য

এই বিশ্বে যখন প্রলয় হয়, তখন সমস্ত জীব কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পুনরায় যখন সৃষ্টি শুরু হয়, তখন সমস্ত জীব তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে এসে, বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে পুনরায় তাদের কার্যকলাপ শুরু করে। কেন এইভাবে জগৎ সৃষ্টি হয় যে জড়া প্রকৃতির প্রভাবে জীবদের বদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করতে হয়? এখানে ভগবান দক্ষকে বলেছেন, "তুমি যে সমস্ত জীবদের মঙ্গল সাধনের বাসনা করেছ, সেটি আমারও বাসনা।" যে সমস্ত জীব জড় জগতের সংস্পর্শে আসে, তাদের সকলেরই সংশোধনের প্রয়োজন থাকে। এই জড় জগতে সমস্ত জীবেরাই ভগবানের সেবার প্রতি বিমুখ হয়েছে, তাই তারা নিত্য বদ্ধরূপে এই জড় জগতে বার বার জন্মগ্রহণ করে। তাদের অবশ্য মুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বদ্ধ জীব সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার চেষ্টা করে এবং তার ফলে তারা বার বার জন্ম-মৃত্যুর দণ্ড ভোগ করে। সেটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) ভগবান বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যাঁরা আমাতে প্রপত্তি করেন, তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন।" *ভগবদ্গীতার* অন্যত্র (১৫/৭) ভগবান বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"এই জড় জগতে বদ্ধ জীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্ন অংশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে, তারা মন সহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।" ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করার ফলে জীবকে এই জড় জগতে দুঃখভোগ করতে হয়। জীব যদি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হয়, তা হলে তাকে জন্ম-জন্মান্তরে এইভাবে দুঃখভোগ করতে হয়।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন কোন ফ্যাশান নয়। এটি সমস্ত বদ্ধ জীবদের মঙ্গল সাধন করে কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত করার একটি প্রামাণিক পন্থা। কেউ যদি সেই স্তরে উন্নীত না হয়, তা হলে তাকে এই জড় জগতের বন্ধনে পড়ে থাকতে হবে। কখনও সে উচ্চতর লোকে উন্নীত হবে এবং কখনও সে নিম্নতর লোকে

অধঃপতিত হবে। সেই সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ২০/১১৮) বলা হয়েছে, *কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।* এটিই হচ্ছে বদ্ধ জীবাত্মার জীবন।

প্রজাপতি দক্ষ বদ্ধ জীবদের মুক্তি লাভের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত শরীরে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ দিয়ে তাদের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করছিলেন। মুক্তি মানেই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার শিক্ষা দান করার উদ্দেশ্যে সন্তান উৎপাদন করেন, তা হলে তাঁর পিতৃত্ব সার্থক হয়। তেমনই শ্রীগুরুদেব যখন বদ্ধ জীবদের কৃষ্ণভক্ত হওয়ার শিক্ষা প্রদান করেন, তখন তাঁর আচার্যত্ব সার্থক হয়। কেউ যদি বদ্ধ জীবদের কৃষ্ণভক্ত হওয়ার সুযোগ দেন, তা হলে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ অনুমোদন করেন এবং তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন, যে সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে *প্রীতোঽহম্।* পূর্বতন আচার্যদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সমস্ত সদস্যদের কর্তব্য হচ্ছে বদ্ধ জীবদের কৃষ্ণভক্তিতে অনুপ্রাণিত করা এবং কৃষ্ণভক্ত হওয়ার সমস্ত সুযোগ প্রদান করে তাদের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করার চেষ্টা করা। এই প্রকার কার্যকলাপই হচ্ছে বাস্তবিক জনহিতকর কার্য। এইভাবে যিনি কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার চেষ্টা করেন, ভগবান তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। সেই সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৮-৬৯) বলেছেন—

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি ।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥

"যিনি আমার ভক্তদের এই পরম গোপনীয় জ্ঞান উপদেশ করেন, তিনি অবশ্যই পরা ভক্তি লাভ করবেন এবং অবশেষে আমার কাছে ফিরে আসবেন। এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে তাঁর থেকে অধিক প্রিয়কারী এবং আমার প্রিয় আর কেউ নেই এবং কখনও হবে না।"

শ্লোক ৪৫

ব্রহ্মা ভবো ভবন্তশ্চ মনবো বিবুধেশ্বরাঃ ।
বিভূতয়ো মম হ্যেতা ভূতানাং ভূতিহেতবঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; **ভবঃ**—শিব; **ভবন্তঃ**—তোমরা সমস্ত প্রজাপতিরা; **চ**—এবং; **মনবঃ**—মনুগণ; **বিবুধ-ঈশ্বরাঃ**—(জগতের মঙ্গল সাধনকারী বিবিধ কার্যকলাপের

অধ্যক্ষ সূর্য, চন্দ্র, শুক্র, মঙ্গল এবং বৃহস্পতি আদি) সমস্ত দেবতা; **বিভূতয়ঃ**—শক্তির প্রকাশ; **মম**—আমার; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এতাঃ**—এই সমস্ত; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **ভূতি**—কল্যাণের; **হেতবঃ**—কারণ।

অনুবাদ

ব্রহ্মা, শিব, মনু, সমস্ত দেবতা এবং তোমরা প্রজাপতিরা সকলেই সমস্ত জীবদের কল্যাণ সাধনের জন্য কার্য করছ। তোমরা সকলে আমারই বিভূতি অর্থাৎ গুণাবতার বিশেষ।

তাৎপর্য

ভগবানের বিভিন্ন প্রকার অবতার রয়েছে। তাঁর নিজের বা বিষ্ণুতত্ত্বের যে বিস্তার তাকে বলা হয় *স্বাংশ* এবং যারা বিষ্ণুতত্ত্ব নয় কিন্তু জীবতত্ত্ব, তাদের বলা হয় *বিভিন্নাংশ।* প্রজাপতি দক্ষ যদিও ব্রহ্মা অথবা শিবের সমকক্ষ নন, তবুও এখানে তাঁকে তাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কারণ তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত। ভগবানের সেবার ক্ষেত্রে, মহান কার্য সম্পাদনকারী ব্রহ্মা এবং ভগবানের মহিমা যথাসাধ্য প্রচারে চেষ্টারত সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। জড় জাগতিক বিচারে কেউ অনেক বড় হোক বা ছোট হোক, তাতে কিছু যায় আসে না; যিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত, তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। এই সম্পর্কে শ্রীল মধ্বাচার্য *তন্ত্র-নির্ণয়* থেকে এই শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—

বিশেষব্যক্তিপাত্রত্বাদ্ ব্রহ্মাদ্যাস্তু বিভূতয়ঃ ।
তদন্তর্যামিণশ্চৈব মৎস্যাদ্যা বিভবাঃ স্মৃতাঃ ॥

ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব পর্যন্ত, যারা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা সকলেই অসাধারণ এবং তাঁদের বলা হয় *বিভূতি*। সেই সম্বন্ধে ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (১০/৪১) বলেছেন—

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

"ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রী-সম্পন্ন বল প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সেই সবই আমার শক্তির অংশসম্ভূত বলে জানবে।" জীব যখন ভগবানের হয়ে কার্য করার জন্য বিশেষভাবে শক্তি প্রাপ্ত হন, তখন তাঁকে বলা হয় বিভূতি; কিন্তু বিষ্ণুতত্ত্বের অবতার, যেমন মৎস্য অবতার (*কেশব ধৃত-মীনশরীর জয় জগদীশ হরে*), তাঁদের বলা হয় *বিভব।*

শ্লোক ৪৬

তপো মে হৃদয়ং ব্রহ্মংস্তনুর্বিদ্যা ক্রিয়াকৃতিঃ ।
অঙ্গানি ক্রতবো জাতা ধর্ম আত্মাসবঃ সুরাঃ ॥ ৪৬ ॥

তপঃ—যম, নিয়ম, ধ্যান ইত্যাদি তপস্যা; **মে**—আমার; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **ব্রহ্মণ্**—হে ব্রাহ্মণ; **তনুঃ**—দেহ; **বিদ্যা**—বৈদিক শাস্ত্র থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান; **ক্রিয়া**—চিন্ময় কার্যকলাপ; **আকৃতিঃ**—রূপ; **অঙ্গানি**—দেহের অঙ্গ; **ক্রতবঃ**—বৈদিক শাস্ত্রে উল্লিখিত যজ্ঞ এবং কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠান; **জাতাঃ**—সুনিষ্পন্ন; **ধর্মঃ**—কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের ধর্মীয় বিধান; **আত্মা**—আমার আত্মা; **অসবঃ**—প্রাণবায়ু; **সুরাঃ**—যে সমস্ত দেবতা জড় জগতের বিভিন্ন বিভাগের পর্যবেক্ষকরূপে আমার আদেশ পালন করে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, ধ্যানরূপ তপস্যা আমার হৃদয়, মন্ত্ররূপে বৈদিক জ্ঞান আমার দেহ, আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ এবং ভক্তিভাব আমার আকৃতি, সুনিষ্পন্ন যজ্ঞ আমার অঙ্গ, পুণ্যকর্ম অথবা সুকৃতি আমার মন এবং প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগে আমার আদেশ পালনকারী দেবতারা আমার প্রাণ।

তাৎপর্য

নাস্তিকেরা কখনও কখনও তর্ক করে, যেহেতু তারা ভগবানকে দেখতে পায় না, তাই তারা ভগবানে বিশ্বাস করে না। এই প্রকার নাস্তিকদের জন্য ভগবান একটি পন্থা বর্ণনা করেছেন, যার দ্বারা তারা ভগবানকে তাঁর নির্বিশেষ রূপে দর্শন করতে পারে। শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে বুদ্ধিমান মানুষেরা ভগবানকে তাঁর সবিশেষ রূপে দর্শন করতে পারেন, কিন্তু কেউ যদি এখনই প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে অত্যন্ত আগ্রহী হন, তা হলে তিনি ভগবানের শরীরের বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঙ্গের এই বর্ণনা অনুসারে তা করতে পারেন।

তপস্যায় যুক্ত হওয়া অথবা জড় জগতের কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়া আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম সোপান। তারপর রয়েছে বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন, ভগবানের ধ্যান, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন আদি অন্যান্য আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ। দেবতাদের শ্রদ্ধা করা এবং কিভাবে তাঁরা অবস্থিত, কিভাবে তাঁরা কার্য করেন এবং কিভাবে তাঁরা জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন তা জানাও কর্তব্য। এইভাবে ভগবানের অস্তিত্ব দর্শন করা যায় এবং কিভাবে

সব কিছু তিনি নিখুঁতভাবে পরিচালনা করছেন, তা উপলব্ধি করা যায়। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) সেই সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কৌন্তেয়, আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর বিভিন্ন অবতার উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ তাঁকে দর্শন করতে না পারে, তা হলে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, তারা জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপ দর্শন করার মাধ্যমে ভগবানের নির্বিশেষ রূপ দর্শন করতে পারে।

বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যা কিছু করা হয়, তাকেই বলা হয় ধর্ম, যে কথা যমদূতেরা বর্ণনা করেছিলেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১/৪০)—

বেদপ্রণিহিতো ধর্মো হ্যধর্মস্তদ্বিপর্যয়ঃ ।
বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি শুশ্রুম ॥

"বেদে যা কিছু নির্ধারিত হয়েছে, তাই ধর্ম এবং তার বিপরীত হচ্ছে অধর্ম। বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং তা স্বয়ং উদ্ভূত হয়েছে। সেই কথা আমরা যমরাজের কাছে শুনেছি।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য মন্তব্য করেছেন—

তপোঽভিমানী রুদ্রস্তু বিষ্ণোর্হৃদয়মাশ্রিতঃ ।
বিদ্যারূপা তথৈবোমা বিষ্ণোস্তনুমুপাশ্রিতা ॥
শৃঙ্গারাদ্যাকৃতিগতঃ ক্রিয়াত্মা পাকশাসনঃ ।
অঙ্গেষু ক্রতবঃ সর্বে মধ্যদেহে চ ধর্মরাট্ ।
প্রাণো বায়ুশ্চিত্তগতো ব্রহ্মাদ্যাঃ স্বেষু দেবতাঃ ॥

বিভিন্ন দেবতারা ভগবানের আশ্রয়ে কার্য করেন এবং তাঁদের বিভিন্ন কার্য অনুসারে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে।

শ্লোক ৪৭

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ কিঞ্চান্তরং বহিঃ ।
সংজ্ঞানমাত্রমব্যক্তং প্রসুপ্তমিব বিশ্বতঃ ॥ ৪৭ ॥

অহম্—আমি, পরমেশ্বর ভগবান; **এব**—কেবল; **আসম্**—ছিলাম; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অগ্রে**—সৃষ্টির পূর্বে; **ন**—না; **অন্যৎ**—অন্য; **কিঞ্চ**—কোন কিছু; **অন্তরম্**—আমি ছাড়া; **বহিঃ**—বাহ্য (যেহেতু জড় জগৎ চিৎ-জগতের বাইরে, তাই জড় জগৎ যখন ছিল না, তখনও চিৎ-জগৎ ছিল); **সংজ্ঞান-মাত্রম্**—কেবল জীবের চেতনা; **অব্যক্তম্**—অব্যক্ত; **প্রসুপ্তম্**—সুপ্ত; **ইব**—সদৃশ; **বিশ্বতঃ**—সর্বত্র।

অনুবাদ

এই জড় সৃষ্টির পূর্বে, আমার বিশেষ চিন্ময় শক্তিসহ আমিই কেবল ছিলাম। চেতনা তখন অপ্রকাশিত ছিল, ঠিক যেমন নিদ্রিত অবস্থায় কারও চেতনা অপ্রকাশিত থাকে।

তাৎপর্য

অহম্ শব্দটি এখানে একজন ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে। যেমন, বেদে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*—ভগবান সমস্ত নিত্যের মধ্যে পরম নিত্য এবং অসংখ্য চেতন জীবের মধ্যে পরম চেতন। ভগবান একজন পুরুষ যাঁর নির্বিশেষ রূপও রয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১১) উল্লেখ করা হয়েছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীগণ তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা কথিত হন।" পরমাত্মা এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মের বিচার সৃষ্টির পরে এসেছে; সৃষ্টির পূর্বে কেবল ভগবান ছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) দৃঢ়তাপূর্বক ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভক্তিযোগের মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। অন্তিম কারণ বা সৃষ্টির পরম কারণ হচ্ছেন ভগবান, যাঁকে কেবল ভক্তিযোগের দ্বারাই জানা যায়। মনোধর্মী দার্শনিক গবেষণার দ্বারা অথবা ধ্যানের দ্বারা তাঁকে জানা যায় না, কারণ এই সমস্ত পন্থা জড় সৃষ্টির পরে এসেছে। ভগবানের নির্বিশেষ এবং অন্তর্যামী ধারণা ন্যূনাধিক মাত্রায় জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত। তাই প্রকৃত আধ্যাত্মিক পদ্ধতি হচ্ছে ভক্তিযোগ। ভগবান নিজেই বলেছেন, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*—"ভক্তির মাধ্যমেই কেবল আমাকে জানা যায়।" সৃষ্টির পূর্বে ভগবান তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়ে বর্তমান ছিলেন, যা এখানে অহম্ শব্দটির দ্বারা সূচিত

হয়েছে। প্রজাপতি দক্ষ যখন তাঁকে অপূর্ব সুন্দর বসন এবং অলঙ্কারের দ্বারা বিভূষিত একজন ব্যক্তিরূপে দর্শন করেছিলেন, তখন তিনি ভক্তিযোগের মাধ্যমে এই অহম্ শব্দটির প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করেছিলেন।

প্রতিটি ব্যক্তিই নিত্য। যেহেতু ভগবান বলেছেন যে, তিনি সৃষ্টির পূর্বে একজন ব্যক্তিরূপে বর্তমান ছিলেন এবং সৃষ্টির পরেও তিনি বর্তমান থাকবেন, সুতরাং ভগবান একজন ব্যক্তিরূপে নিত্য। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাই *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৯/১৩-১৪) থেকে এই শ্লোক দুটির উল্লেখ করেছেন—

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্ ।
পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্ ।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥

পরমেশ্বর ভগবান বৃন্দাবনে মা যশোদার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। একজন সাধারণ মাতা যেভাবে তাঁর শিশুপুত্রকে বাঁধেন, ঠিক সেইভাবে মা যশোদা কৃষ্ণকে বেঁধেছিলেন। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবানের বাহ্য এবং অভ্যন্তর ভেদ নেই, কিন্তু তিনি যখন তাঁর স্বরূপে আবির্ভূত হন, তখন মূর্খেরা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*—যদিও তিনি তাঁর সশরীরে আবির্ভূত হন, যাঁর শরীরের কখনও কোন পরিবর্তন হয় না, তবুও মূঢ় ব্যক্তিরা মনে করে যে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম একটি জড় শরীর ধারণ করে একটি ব্যক্তি-রূপে এসেছেন। সাধারণ মানুষ জড় শরীর ধারণ করে, কিন্তু ভগবান তা করেন না। ভগবান যেহেতু পরম চৈতন্য, তাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, *সংজ্ঞান-মাত্রম্* অর্থাৎ আদি চেতনা বা কৃষ্ণ-চেতনা, সৃষ্টির পূর্বে অপ্রকাশিত ছিল, যদিও ভগবানের চেতনা সব কিছুর আদি। *ভগবদ্গীতায়* (২/১২) ভগবান বলেছেন, "এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি ছিলাম না, তুমি ছিলে না অথবা এই সমস্ত রাজারা ছিলেন না; ভবিষ্যতেও এমন কোন সময় থাকবে না, যখন আমরা থাকব না।" এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, ভগবানের সবিশেষ রূপ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—সর্বকালেই পরম সত্য।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য *মৎস্য-পুরাণ* থেকে দুটি শ্লোকের উল্লেখ করেছেন—

নানাবর্ণো হরিস্ত্বেকো বহুশীর্ষভুজো রূপাৎ ।
আসীল্লয়ে তদন্যৎ তু সূক্ষ্মরূপং শ্রিয়ং বিনা ॥

অসুপ্তঃ সুপ্ত ইব চ মীলিতাক্ষোঽভবদ্ধরিঃ ।
অন্যত্রানাদরাদ্ বিষ্বৌ শ্রীশ্চ লীনেব কথ্যতে ।
সূক্ষ্মত্বেন হরৌ স্থানাল্লীনমন্যদপীষ্যতে ॥

ভগবান যেহেতু *সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ*, তাই প্রলয়ের পরে তিনি তাঁর স্বরূপে বর্তমান থাকেন। কিন্তু অন্যান্য জীবেরা যেহেতু জড় শরীর সমন্বিত, তাই তাদের জড় শরীর পঞ্চভূতে লীন হয়ে যায় এবং তাদের আত্মার সূক্ষ্ম রূপ ভগবানের শরীরে সমাবিষ্ট হয়। ভগবান নিদ্রা যান না, কিন্তু সাধারণ জীব পরবর্তী সৃষ্টি পর্যন্ত নিদ্রিত থাকে। মূর্খেরা মনে করে যে, প্রলয়ের পর ভগবানের ঐশ্বর্য লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু তা সত্য নয়। ভগবানের ঐশ্বর্য চিৎ-জগতে নিত্য বর্তমান থাকে। জড় জগতেই কেবল সব কিছুর লয় হয়। ব্রহ্মে লীন হওয়া প্রকৃতপক্ষে লীন বা লোপ নয়, কারণ ব্রহ্মজ্যোতিতে আত্মার যে সূক্ষ্ম রূপ রয়েছে, তা জড় সৃষ্টির পর এই জড় জগতে ফিরে এসে পুনরায় একটি জড় রূপ ধারণ করবে। সেই কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, *ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে* । যখন জড় দেহের বিনাশ হয়, তখন আত্মা সূক্ষ্মরূপে থাকে, যা পরে আর একটি জড় শরীর ধারণ করে। বদ্ধ জীবের ক্ষেত্রে তা হয়, কিন্তু ভগবান তাঁর আদি চেতনায় এবং চিন্ময় স্বরূপে নিত্য বর্তমান।

শ্লোক ৪৮

ময্যনন্তগুণেঽনন্তে গুণতো গুণবিগ্রহঃ ।
যদাসীৎ তত এবাদ্যঃ স্বয়ম্ভুঃ সমভূদজঃ ॥ ৪৮ ॥

ময়ি—আমাতে; **অনন্ত-গুণে**—অসীম শক্তি সমন্বিত; **অনন্তে**—অসীম; **গুণতঃ**—আমার মায়া শক্তি থেকে; **গুণ-বিগ্রহঃ**—ব্রহ্মাণ্ড, যা প্রকৃতির তিন গুণের পরিণাম; **যদা**—যখন; **আসীৎ**—অস্তিত্ব হয়েছিল; **ততঃ**—তাতে; **এব**—বস্তুত; **আদ্যঃ**—প্রথম জীব; **স্বয়ম্ভুঃ**—ব্রহ্মা; **সমভূৎ**—জন্ম হয়েছিল; **অজঃ**—যদিও মায়ের গর্ভ থেকে তাঁর জন্ম হয়নি।

অনুবাদ

আমি অনন্ত গুণের উৎস এবং তাই আমি অনন্ত অথবা সর্বব্যাপ্ত নামে পরিচিত। আমার মায়াশক্তি থেকে আমারই মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, সেই ব্রহ্মাণ্ডেই তোমার উৎসস্বরূপ অযোনিজ ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য

এটি বিশ্ব সৃষ্টির ইতিহাসের বর্ণনা। প্রথম কারণ হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং। তাঁর থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছে এবং ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। সৃষ্টির সমস্ত কার্যকলাপ নির্ভর করে পরম পুরুষ ভগবানের মায়াশক্তির উপর এবং তাই ভগবান হচ্ছেন জড় সৃষ্টির কারণ। সমগ্র জড় সৃষ্টি এখানে *গুণবিগ্রহঃ* বলে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ তা ভগবানের গুণের বিগ্রহরূপ। বিরাটরূপ থেকে প্রথম ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়েছে এবং ব্রহ্মা হচ্ছেন সমস্ত জীবের কারণ। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য ভগবানের অনন্ত গুণের বর্ণনা করে বলেছেন—

প্রত্যেকশো গুণানাং তু নিঃসীমত্বম্ উদীর্যতে ।
তদানন্ত্যং তু গুণতস্তে চানন্তা হি সংখ্যয়া ।
অতোঽনন্তগুণো বিষ্ণুর্গুণতোঽনন্ত এব চ ॥

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে—ভগবানের অসংখ্য শক্তি রয়েছে এবং সেই সবই অনন্ত। তাই ভগবান স্বয়ং এবং তাঁর গুণ, রূপ, লীলা আদি সবই অনন্ত। যেহেতু ভগবান শ্রীবিষ্ণু অনন্ত গুণ সমন্বিত, তাই তিনি অনন্ত নামে পরিচিত।

শ্লোক ৪৯-৫০

স বৈ যদা মহাদেবো মম বীর্যোপবৃংহিতঃ ।
মেনে খিলমিবাত্মানমুদ্যতঃ স্বর্গকর্মণি ॥ ৪৯ ॥
অথ মেঽভিহিতো দেবস্তপোঽতপ্যত দারুণম্ ।
নব বিশ্বসৃজো যুষ্মান্ যেনাদাবসৃজদ্ বিভুঃ ॥ ৫০ ॥

সঃ—সেই ব্রহ্মা; **বৈ**—বস্তুত; **যদা**—যখন; **মহাদেবঃ**—দেবশ্রেষ্ঠ; **মম**—আমার; **বীর্য-উপবৃংহিতঃ**—শক্তির দ্বারা বর্ধিত হয়ে; **মেনে**—মনে করেছিল; **খিলম্**—অসমর্থ; **ইব**—যেন; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **উদ্যতঃ**—প্রচেষ্টা করে; **স্বর্গ-কর্মণি**—ব্রহ্মাণ্ডের রচনাকার্যে; **অথ**—তখন; **মে**—আমার দ্বারা; **অভিহিতঃ**—উপদিষ্ট; **দেবঃ**—সেই ব্রহ্মা; **তপঃ**—তপস্যা; **অতপ্যত**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **দারুণম্**—অত্যন্ত কঠিন; **নব**—নয়; **বিশ্ব-সৃজঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি; **যুষ্মান্**—তোমরা সকলে; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **আদৌ**—প্রারম্ভে; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **বিভুঃ**—মহান।

অনুবাদ

আমারই শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা (স্বয়ম্ভূ) যখন সৃষ্টিকার্যে উদ্যত হয়ে নিজেকে অসমর্থ বলে মনে করেছিলেন, তখন আমি তাঁকে উপদেশ প্রদান করেছিলাম। সেই উপদেশ অনুসারে ব্রহ্মা অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সেই তপস্যার প্রভাবেই বিভু ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টিকার্যে তাঁকে সাহায্য করার জন্য তোমাদের নয়জন বিশ্বস্রষ্টাকে সৃষ্টি করেন।

তাৎপর্য

তপস্যা বিনা কোন কিছুই সম্ভব নয়। তাঁর তপস্যার ফলে ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আমরা যতই তপস্যা-পরায়ণ হই, ততই ভগবানের কৃপায় শক্তি লাভ করি। তাই ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন, *তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং শুদ্ধ্যেদ্*—"ভগবদ্ভক্তির দিব্য স্থিতি লাভ করার জন্য তপস্যা করা উচিত। সেই তপস্যার ফলে হৃদয় পবিত্র হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/১) আমাদের বর্তমান অবস্থায় আমরা অপবিত্র এবং তাই আমরা আশ্চর্যজনক কোন কিছুই করতে পারি না, কিন্তু যদি আমরা তপস্যার দ্বারা আমাদের অস্তিত্ব নির্মল করি, তা হলে ভগবানের কৃপায় আমরা অলৌকিক সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করতে সক্ষম হব। তাই তপস্যা করা অত্যন্ত আবশ্যক, যে কথা এই শ্লোকে দৃঢ়তার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৫১

এষা পঞ্চজনস্যাঙ্গ দুহিতা বৈ প্রজাপতেঃ ।
অসিক্নী নাম পত্নীত্বে প্রজেশ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৫১ ॥

এষা—এই; **পঞ্চজনস্য**—পঞ্চজনের; **অঙ্গ**—হে বৎস; **দুহিতা**—কন্যা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **প্রজাপতেঃ**—আর একজন প্রজাপতি; **অসিক্নী নাম**—অসিক্নী নামক; **পত্নীত্বে**—তোমার পত্নীরূপে; **প্রজেশ**—হে প্রজাপতি; **প্রতিগৃহ্যতাম্**—গ্রহণ কর।

অনুবাদ

হে বৎস দক্ষ, প্রজাপতি পঞ্চজনের অসিক্নী নামক একটি কন্যা রয়েছে। তাকে আমি তোমায় প্রদান করছি, তুমি তাকে তোমার পত্নীরূপে গ্রহণ কর।

শ্লোক ৫২

মিথুনব্যবায়ধর্মস্ত্বং প্রজাসর্গমিমং পুনঃ ।
মিথুনব্যবায়ধর্মিণ্যাং ভূরিশো ভাবয়িষ্যসি ॥ ৫২ ॥

মিথুন—স্ত্রী এবং পুরুষের; **ব্যবায়**—রতিক্রিয়া; **ধর্মঃ**—যে ধর্ম অনুষ্ঠানরূপে আচরণ করে; **ত্বম্**—তুমি; **প্রজাসর্গম্**—জীবসৃষ্টি; **ইমম্**—এই; **পুনঃ**—পুনরায়; **মিথুন**—স্ত্রী-পুরুষের মিলনে; **ব্যবায়-ধর্মিণ্যাম্**—রতি-ধর্মশীলা; **ভূরিশঃ**—বহু; **ভাবয়িষ্যসি**—উৎপাদন করবে।

অনুবাদ

তুমি স্ত্রী-পুরুষের রতিরূপ ধর্ম অবলম্বন করে, প্রজাবৃদ্ধির জন্য এই কন্যার গর্ভে বহু সন্তান উৎপাদন করতে পারবে।

তাৎপর্য

ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (৭/১১) বলেছেন, *ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি*—"যে কাম ধর্মবিরুদ্ধ নয়, আমি সেই কাম।" ভগবানের নির্দেশে যে মৈথুন তা ধর্ম, কিন্তু তা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য নয়। রতিক্রিয়ার মাধ্যমে যে ইন্দ্রিয়তর্পণ তা বৈদিক নীতি অনুযায়ী অনুমোদিত নয়। স্বাভাবিক কামপ্রবৃত্তির অনুসরণ কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্যই হওয়া উচিত। তাই ভগবান এই শ্লোকে দক্ষকে বলেছেন, "রতি ধর্ম অবলম্বন করে কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্য এই কন্যাটিকে তোমায় সম্প্রদান করা হচ্ছে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। সে অত্যন্ত উর্বরা, তাই তুমি তার গর্ভে বহু সন্তান উৎপাদন করতে পারবে।"

এই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, দক্ষকে অন্তহীন রতিক্রিয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। দক্ষ তাঁর পূর্বজন্মেও দক্ষ নামে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় শিবের প্রতি অপরাধের ফলে, তাঁর শিরশ্ছেদ করে সেখানে একটি ছাগমুণ্ড বসান হয়। তখন সেই অপমানের ফলে তিনি দেহত্যাগ করেন, কিন্তু অন্তহীন কামবাসনা পোষণ করার ফলে, তিনি কঠোর তপস্যার দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করে তাঁর কাছ থেকে অন্তহীন কামক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যদিও কামক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার এই সুযোগ ভগবানের কৃপার ফলে লাভ হয়, তবুও জড়-জাগতিক কামনা বাসনা থেকে মুক্ত (*অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*) উন্নত ভক্তদের এই প্রকার সুযোগ প্রদান করা হয় না।

এই সম্পর্কে মনে রাখা উচিত যে, পাশ্চাত্যের ছেলেমেয়েরা যদি ভগবৎ-প্রেম লাভ করার জন্য কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি লাভ করতে চায়, তা হলে তাদের মৈথুন জীবন থেকে বিরত হতে হবে। তাই আমরা অন্তত অবৈধ কামক্রিয়া থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিই। মৈথুনের সুযোগ থাকলেও, কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্যই মৈথুন-পরায়ণ হওয়া উচিত, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। কর্দম মুনিও মৈথুনের সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই বাসনা ছিল অতি অল্প। তাই দেবহূতির গর্ভে সন্তান উৎপাদনের পর, কর্দম মুনি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ, কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তা হলে তাঁকে স্বেচ্ছায় মৈথুন জীবন থেকে বিরত হতে হবে। কাম উপভোগ ততটুকুই কেবল গ্রহণ করা উচিত, যতটুকু অত্যন্ত আবশ্যক, তার অধিক নয়।

দক্ষ যে ভগবানের কাছে অন্তহীন মৈথুনসুখ উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, সেটিকে কখনও ভগবানের কৃপা বলে মনে করা উচিত নয়। পরবর্তী শ্লোকে আমরা দেখতে পাব যে, দক্ষ পুনরায় বৈষ্ণব অপরাধ করেছিলেন; এইবার নারদ মুনির শ্রীপাদপদ্মে। তাই মৈথুনসুখ যদিও এই জড় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ, এবং যদিও ভগবানের কৃপায় সেই সুখ উপভোগ করার সুযোগ কেউ পায়, কিন্তু বৈষ্ণব অপরাধ করার সম্ভাবনা থাকে। দক্ষের সেই অপরাধের সম্ভাবনা ছিল এবং তাই, সত্যি কথা বলতে কি, তিনি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কৃপা লাভ করেননি। কখনই ভগবানের কাছ থেকে অন্তহীন মৈথুনসুখ উপভোগ করার শক্তি লাভের প্রার্থনা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৫৩

ত্বত্তোঽধস্তাৎ প্রজাঃ সর্বা মিথুনীভূয় মায়য়া ।
মদীয়য়া ভবিষ্যন্তি হরিষ্যন্তি চ মে বলিম্ ॥ ৫৩ ॥

ত্বত্তঃ—তোমার; **অধস্তাৎ**—পরবর্তী; **প্রজাঃ**—জীবগণ; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **মিথুনী-ভূয়**—রতিধর্ম অবলম্বন করে; **মায়য়া**—মায়ার প্রভাবে অথবা মায়ার দ্বারা প্রদত্ত সুযোগের ফলে; **মদীয়য়া**—আমার; **ভবিষ্যন্তি**—তারা হবে; **হরিষ্যন্তি**—তারা প্রদান করবে; **চ**—ও; **মে**—আমাকে; **বলিম্**—উপহার।

অনুবাদ

তুমি যে শত-সহস্র সন্তান উৎপাদন করবে, তারা আমার মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে তোমার মতো মৈথুনভাব অবলম্বন করবে। কিন্তু তোমার এবং তাদের উপর

আমার কৃপার প্রভাবে, তারা আমার পূজার সামগ্রী সংগ্রহ করে ভক্তি সহকারে তা আমাকে উপহার দেবে।

শ্লোক ৫৪

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্ত্বা মিষতস্তস্য ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ।
স্বপ্নোপলব্ধার্থ ইব তত্রৈবান্তর্দধে হরিঃ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **মিষতঃ তস্য**—দক্ষের সমক্ষে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিশ্ব-ভাবনঃ**—যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন; **স্বপ্ন-উপলব্ধ-অর্থঃ**—স্বপ্নে উপলব্ধ বস্তু; **ইব**—সদৃশ; **তত্র**—সেখানে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অন্তর্দধে**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি প্রজাপতি দক্ষের সমক্ষে এইভাবে বলে, স্বপ্নে উপলব্ধ বস্তুর মতো সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রজাপতি দক্ষের হংসগুহ্য প্রার্থনা' নামক চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ।